মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা	পুরুল্যা	১৬ মে, ২০২৪, বৃহস্পতিবার	২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 45 Issue	Purulia	16 May, 2024, Thursday	2 Jaistha, 1431	Price- Rs.3.00	

‘ইন্ডিয়া’ সরকার গঠন করলে যোগ দেবে না তৃণমূলঃ মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ লোকসভা ভোটের পরে দেশে বিজেপি-বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার সরকার গঠন হলে, তাতে যোগ দেবে না তৃণমূল। এমনই ইঙ্গিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার হুগলির জেলা সদর চুঁচুড়ায় তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভা করেন তিনি। মমতা বলেন, “ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দিয়ে, বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব। যাতে বাংলায় আমার মা-বোনেদের কোনও দিন অসুবিধা না-হয়, ১০০ দিনের কাজে কোনও দিন অসুবিধা না-হয়।” মমতার বলা ‘বাইরে থেকে সমর্থন’ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। অতীতে বাংলার প্রাক্তন শাসকদল সিপিএম-সহ বিভিন্ন বামদল মন্ত্রিসভায় যোগ না-দিয়ে বাইরে থেকে কেন্দ্রের প্রথম ইউপিএ সরকারকে (মনমোহন সিংহের নেতৃত্বাধীন) সমর্থন করেছিল। অন্য দিকে মমতা এবং তাঁর দল তৃণমূল অতীতে একাধিক বার কেন্দ্রীয় সরকারে সরাসরি শামিল হয়েছে। ‘বাইরে থেকে সমর্থন’ করেন একবারই। ১৯৯৮ সালে তৈরি হওয়া ১৩ মাসের অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারে যোগ দেননি মমতা। সমর্থন দেন বাইরে থেকে। পরবর্তীতে বাজপেয়ী এবং মনমোহনের মন্ত্রিসভায় নানা সময়ে থেকেছেন মমতা-সহ তৃণমূলের নেতানেত্রীরা। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত তৃণমূল বাজপেয়ী সরকারে ছিল (মাঝের একটা পর্ব বাদ দিয়ে)। মনমোহনের মন্ত্রিসভায় মমতা যোগ দেন ২০০৯ সালে। ২০১১-তে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরও বেশ কিছু দিন তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব ছিল সেই সরকারে। শনিবার ‘ইন্ডিয়া সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন’ নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন মমতা, তার ব্যাখ্যায় যেতে তৃণমূলের অন্য নেতানেত্রীরা অনেকেই রাজি নন। কুণাল ঘোষ বলেন, “দলের লাইন কী হবে, অবস্থান কী হবে, সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন নেত্রীই। তাই তাঁর কোনও মন্তব্যের উপর মন্তব্য করব না।” পাশাপাশি কুণাল বলেন, “তবে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, বিজেপি হারছে। বিরোধী জোট ইন্ডিয়া দিল্লিতে বিকল্প সরকার গঠন করছে। এবং তাতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকবে তৃণমূল। বাংলার দাবিদাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে ভূমিকা নেব আমরাই।” চুঁচুড়ার সভায় মমতা বুধবার বলেন, “বিজেপি অহঙ্কার করে বলেছিল, ইস্ বার চারশো পার। মানুষ বলছে, নেহি হোগা দোশো পার। এই বার হবে পগারপার।” সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার কথা বলতে গিয়ে বুধবারও বাংলার বাম-কংগ্রেসকে বেঁধেন মমতা।

তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল চায় পদ্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামের মনোনয়ন বাতিল চায় বিজেপি। নির্বাচন কমিশনকে সেই মর্মে চিঠি দিয়েছেন ওই আসনের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। রাজ্য বিজেপির তরফেও একই দাবি জানানো হয়েছে কমিশনকে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল প্রার্থী তাঁর মনোনয়নের সঙ্গে প্রয়োজনীয় নো ডিউজ় সার্টিফিকেট জমা দেননি। মঙ্গলবার বেলা ৩টে অবধি তা দেওয়ার সময় ছিল। সেই সময় পার হওয়ার পরেই কমিশনে গেল বিজেপি। দলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, “হাজি নুরুলের মনোনয়ন যাতে বাতিল হয়, তার জন্য কমিশনকে জানানো হয়েছে। আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব। প্রয়োজনে হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে যাব।” তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, “স্ক্রুটিনির শেষ পর্যন্ত বিবিধ তথ্য জমা দেওয়া যায়। বুধবার স্ক্রুটিনির শেষ দিন। তার মধ্যে যা জমা দেওয়ার, জমা পড়ে যাবে।” বিজেপি নেতা জগন্নাথ বুধবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, “তৃণমূলের বসিরহাটের প্রার্থী হাজি নুরুলের মনোনয়নে গুরুতর গলদ রয়েছে। যা আইন এবং নির্বাচনী বিধি মেনে হয়নি। তাই আমরা তাঁর মনোনয়ন বাতিলের দাবি জানিয়েছি। তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল পঞ্চদশ লোকসভার সদস্য ছিলেন। পঞ্চদশ লোকসভা শেষ হয়েছে ২০১৪ সালের ১৮ মে। হাজি নুরুল মনোনয়ন দাখিল করেছেন ৭ মে। ২০২৪ সালের ১৮ মে তাঁর ১০ বছর পূর্ণ হচ্ছে"।

এবার ইডির হাতে ধৃত ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ ভোটের মধ্যেই গ্রেফতার ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী আলমগির আলম। মঙ্গলবারই মন্ত্রীর আপ্তসহায়কের পরিচারকের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ৩৫ কোটি টাকা উদ্ধার করেছিল ইডি। গ্রেফতারও করেছিল মন্ত্রীর আপ্তসহায়ক ও তাঁর পরিচারককে। তা নিয়ে বুধবার আলমগিরকে টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আলমগির ঝাড়খণ্ডের গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী। ইডি সূত্রে খবর, গ্রামোন্নয়ন দফতরে কিছু অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছিল। সেই তদন্তে আর্থিক কেলেঙ্কারির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সোমবার সকাল থেকে ইডির তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছিল। তদন্তকারী সংস্থার সাতটি দল বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায়। তাঁর মধ্যে আলমগিরের আপ্তসহায়ক সঞ্জীব লাল ও তাঁর পরিচারক জাহাঙ্গির আলমের ঠিকানা। জাহাঙ্গিরের রাঁচীর বাড়ি থেকেই সব মিলিয়ে ৩৫.২৩ কোটি টাকা উদ্ধার হয়। এর পরেই বুধবার রাঁচীর আঞ্চলিক অফিসে তলব করা হয় আলমগিরকে। তাঁর বয়ান সংগ্রহ করার জন্যই তাঁকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বক্তব্যে বেশ কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ায় গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর ইডি সূত্রে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, ইডির বক্তব্য, এই মামলায় কয়েক জন আমলা ও রাজনীতিকের নামও উঠে এসেছে। সে সবের তদন্ত হচ্ছে। বুধবার সকালে যখন ইডি অফিসে প্রবেশ করার সময় আলমগির বলেছিলেন, “আমাকে আজও ডাকা হয়েছে। তাই এসেছি।”

ষষ্ঠ দফার প্রচারে আবার রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ ষষ্ঠ দফার প্রচারের জন্য আবার পশ্চিমবঙ্গে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী রবিবার এবং সোমবার রাজ্যে মোট ছ’টি সভা করার কথা তাঁর। ষষ্ঠ দফায় যে কেন্দ্রগুলিতে ভোট রয়েছে, তার কয়েকটি কেন্দ্রে যাবেন। রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, ষষ্ঠ দফার প্রচারের জন্য রবিবার রাজ্যের দু’টি জায়গায় সভা করার কথা রয়েছে মোদীর। প্রথম সভাটি রয়েছে বাঁকুড়ায় বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের সমর্থনে। তার পর সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী যেতে পারেন বিষ্ণুপুরে। সেখানে সভা রয়েছে প্রার্থী সৌমিত্র খাঁয়ের সমর্থনে। এর পর সোমবার রাজ্যে আরও চারটি সভা করবেন মোদী। রবিবার রাতে তিনি কলকাতায় থাকতে পারেন। সোমবার প্রথম সভা রয়েছে পুরুলিয়ায়। বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় মাহাতোর সমর্থনে সভা করার পর তমলুক এবং ঘাটাল কেন্দ্রের জন্য একটি সভা করার কথা তাঁর। সেখানে প্রচার করবেন দলের প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে। তার পর সেখান থেকে মোদী যেতে পারেন ঝাড়গ্রামে তৃতীয় সভায়। সেখানে তাঁর প্রচার করার কথা প্রার্থী প্রণত টুডুর সমর্থনে। সোমবার রাজ্যে চতুর্থ এবং শেষ সভাটি মোদীর করার কথা মেদিনীপুরে, প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের সমর্থনে। সব ক’টি কেন্দ্রেই ভোট রয়েছে আগামী ২৫ মে। ষষ্ঠ দফায় রাজ্যের মোট আটটি কেন্দ্রে ভোট রয়েছে। এর মধ্যে রবি এবং সোমবারের মধ্যে সাতটি কেন্দ্রেই প্রচার করে ফেলছেন প্রধানমন্ত্রী। বাকি থাকছে কেবল কাঁথি। সেখানে বিজেপি এ বার প্রার্থী করেছে শুভেন্দু অধিকারীর ভাই সৌমেন্দু অধিকারীকে। তাঁর সমর্থনে প্রচারের জন্য মোদী পরে আবার রাজ্যে আসবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। চলতি লোকসভা নির্বাচনে সাত দফায় ভোট হচ্ছে বাংলায়। প্রচারের জন্য প্রতি দফাতেই রাজ্যে আসছেন মোদী। একসঙ্গে চার থেকে পাঁচটি করে সভা করছেন। কিছু দিন আগেও হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনায় এক দিনে মোট চারটি সভা করে গিয়েছেন তিনি। রবিবার আবার বাংলায় আসছেন তিনি। তবে প্রধানমন্ত্রীর এই সফরসূচির কথা জানা গিয়েছে রাজ্য বিজেপির সূত্র মারফত।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

‘আমার মনে থাকা কথা’—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘সময়ের অবলোকন’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘জনপথে অন্নদাতা’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘দিশাহীন পথে’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘পরিবীক্ষণ’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘অন্বীক্ষা’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

‘শিকড়হীন বৃক্ষ’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘ঝুমুরের ঝংকার’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘জল ও জীবন’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

ক্ষতি পেরিয়ে লাভে নজির, ভোলবদল ছ'বছরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ গত ২০১৭-১৮ সালে নজিরবিহীন লোকসান করেছিল দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি। যার অঙ্ক ছুঁয়েছিল ৮৫,৩৯০ কোটি টাকা। সেখান থেকে পরের ছ'বছরে তারা শুধু ঘুরে দাঁড়াল না, সেই সঙ্গে গত অর্থবর্ষে (২০২৩-২৪) অর্জন করল নজিরবিহীন মুনাফা। সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক মিলে নিট লাভ হিসেবে ঘরে তুলেছে মোট ১.৪ লক্ষ কোটি টাকা (১,০৪,৬৪৯ কোটি)। গত আর্থিক বছরে নিট মুনাফা ৫০ শতাংশেরও বেশি বাড়িয়েছে ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (৫৭% বেড়ে ৬৩১৮ কোটি টাকা), ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র (৫৬% বেড়ে ৪০৫৫ কোটি) এবং ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (৫৩% বেড়ে ৮০৬৩ কোটি)। ১২টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে ১১টিরই মুনাফা বেড়েছে। শুধু পঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ড ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে তা ১৩১৩ কোটি টাকা থেকে ৫৫% কমে হয়েছে ৫৯৫ কোটি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট আয়ের ৪০ শতাংশই এসেছে স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে। তাদের নিট মুনাফা ২২% বেড়ে হয়েছে ৬১,০৭৭ কোটি টাকা। তবে মুনাফা বৃদ্ধির হারের নিরিখে শীর্ষে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। সেখানে তা ২২৮% বেড়ে হয়েছে ৮২৪৫ কোটি টাকা। বিশেষজ্ঞদের দাবি, ছ'বছরে ওই সব ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতায় এমন ভোলবদল সম্ভব হয়েছে কেন্দ্র এবং রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের একাধিক পদক্ষেপের কারণে। যার মধ্যে রয়েছে— অনুৎপাদক সম্পদের প্রকৃত তথ্য সামনে আনতে পদক্ষেপ, ওই সম্পদ সৃষ্টির কারণগুলির সংশোধন এবং সেই খাতে বাধ্যতামূলক ভাবে বাড়তি আর্থিক সংস্থান। কিছু ক্ষেত্রে তাদের আর্থিক কর্মকাণ্ডে নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়েছে। আর্থিক হাল মজবুত করতে কয়েক বছরে একাধিক দফায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে মূলধনও জুগিয়েছে সরকার। গত পাঁচ বছরে যার পরিমাণ মোট ৩,১০,৯৯৭ কোটি টাকা। একটি ব্যাঙ্কের সঙ্গে আর একটি মিশিয়ে কমানো হয়েছে ব্যাঙ্ক পরিচালনার খরচ। যা আখেরে কাজে দিয়েছে। এদিকে, চলতি অর্থবর্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পরিচালন পর্ষদে এগ্‌জ়িকিউটিভ ডিরেক্টর নিয়োগের জন্য ২২ জন জেনারেল ম্যানেজারের নাম সুপারিশ করল ব্যাঙ্ক বোর্ড ব্যুরো। সম্ভাব্য প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলার পরেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে তারা। তৈরি হওয়ার পরে এই প্রথম এত বড় মাপের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ব্যাঙ্ক বোর্ড। অনেকের মতে, সম্প্রতি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক জালিয়াতিতে নাম জড়িয়েছে উচ্চপদস্থ কর্তাদের। আবার অনেক ব্যাঙ্কে উচ্চপদ ফাঁকা। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নরের দাবি ছিল, কেন্দ্রের উচিত কাকে ব্যাঙ্কের পর্ষদে নিয়োগ করা হচ্ছে ও কী ভাবে সেগুলি পরিচালনা হচ্ছে, সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া।

পাইকারি বাজারে মূল্যবৃদ্ধি ১৩ মাসে সর্বোচ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ গত এপ্রিলে দেশের পাইকারি বাজারে মূল্যবৃদ্ধি মাথা তুলে হল ১.২৬%। যা ১৩ মাসে সর্বোচ্চ। মার্চে সেই হার ছিল ০.৫৩%। সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি চড়লেও সংখ্যার বিচারে তা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। কিন্তু উদ্বেগ বাড়ছে এই পরিসংখ্যানের প্রস্থচ্ছেদ করে ভিতরের উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করলে। দেখা যাচ্ছে, সেখানেও খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি চড়ে ৭% পেরিয়ে গিয়েছে। ঠিক যেমন মাসের পর মাস ঘটছে খুচরো বাজারে। এক দিন আগেই খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার প্রকাশ করেছে জাতীয় পরিসংখ্যান দফতর। তা কমে হয়েছে ১১ মাসের সর্বনিম্ন (৪.৮৩%)। কিন্তু খাবারের দাম এক বছর আগের তুলনায় ৮.৭% বেড়েছে। এই হার মার্চের থেকেও বেশি। মঙ্গলবার বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রকাশ করা পরিসংখ্যানেও দেখা গেল, পাইকারি দামের নিরিখে হিসাব করা মূল্যসূচকের মাথা তোলার থেকেও উদ্বেগজনক সেই খাদ্যপণ্য। যার মূল্যবৃদ্ধি সেখানে ৭.৭৪% ছুঁয়েছে। মার্চে ছিল ৬.৮৮%। সবচেয়ে বেশি ধাক্কা দিয়েছে আনাজ (২৩.৬%)। আলুর মূল্যবৃদ্ধি ৭১.৯৭%, পেঁয়াজের ৫৯.৭৫%। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, পাইকারি দামের প্রভাব সরাসরি ক্রেতার উপর পড়ে না। তাতে সময়ও লাগে। তার উপর এখানকার মূল্যবৃদ্ধিতে খাদ্যপণ্যের অংশীদারি সামান্য। তবে সামগ্রিক ভাবে সর্বত্র খাদ্যপণ্যের এই চড়ে থাকাটা দুশ্চিন্তার। পাইকারি খরচে ব্যবসায়ীরা সুরাহা না পেলে আগামী দিনে ক্রেতার খরচ কমবে কী করে! অনেকে বলছেন, রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক সুদ ধার্য করার সময় খুচরো বাজারের দরকে গুরুত্ব দেয় ঠিকই। কিন্তু খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির এতটা চড়ে থাকার বিষয়টিও অগ্রাহ্য করার নয়। কারণ, সমস্যাটা সার্বিক। সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, জুনের ঋণনীতিতেও সুদ কমার আশা নেই। এ দিন কেন্দ্রের পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, "এপ্রিলে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি চড়েছে মূলত খাদ্যপণ্য, বিদ্যুৎ, অশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পণ্য উৎপাদনের খরচ মাথা তোলায়।" এই নিয়ে টানা দু'মাস এই বাজারে এই হার মাথা তুলল। মূল্যায়ন সংস্থা ইক্রার মুখ্য অর্থনীতিবিদ অদিতি নায়ারের বক্তব্য, "বিশ্ব বাজারে পণ্যের দামের উপরে পাইকারি বাজারের দর অনেকটা নির্ভর করে। গত কয়েক মাসে অশোধিত তেল-সহ বিভিন্ন পণ্যের দাম বেড়েছে। তার প্রভাবই পড়েছে মূল্যবৃদ্ধিতে। আগামী দু'মাসের মধ্যে পাইকারি দর আরও মাথাচাড়া দিয়ে ২% পার করতে পারে।" ইক্রার পূর্বাভাস, চলতি অর্থবর্ষে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির গড় হার হতে পারে ৩.৩%। বণিকসভা পিএইচডি চেম্বারের প্রেসিডেন্ট সঞ্জীব আগরওয়ালের আশা, খারিফ শস্য মান্ডিতে আসতে শুরু করলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে খাদ্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে। যদিও একাংশের বক্তব্য, তার এখনও অনেক দেরি আছে। তা ছাড়া গত বছর শীতকালেও সেগুলির দাম কমেনি। এ বার গ্রীষ্মে তাপপ্রবাহ চিন্তা বাড়িয়েছে। আশা-ভরসা শুধু ভাল বর্ষার সম্ভাবনা। এ দিন খুচরো মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্রিসিল বলেছে, খাবারের দামের ধাক্কা সবচেয়ে বেশি সামলাতে হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রদের। কারণ, নিচু আয়ের সমস্যা যেমন তাঁদের রয়েছে, তেমনই খাদ্যপণ্য, জ্বালানি এবং সামগ্রিক মূল্যবৃদ্ধির হারও শহরের তুলনায় গ্রামে বেশি।

সোনা (১০গ্রাম): ৭২১২৯
রূপা (১ কেজি) : ৮৩৯৮৩
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৫২

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭২৯৮৭.০৩
নিফটি—	২২২০০.৫৫
ন্যাসডাক—	১৬৬৪০.৯৬
এ.সি.সি—	২৪৮৬.১০
ভারতী টেলি—	১৩১১.৭৫
ভেল—	২৯১.২০
এল এন্ড টি—	৪৪৫৫.১৫
টাটা মোটর্স—	৯৪৭.২০
টি.সি.এস.—	৩৮৮০.৩৫
টাটা স্টিল—	১৬৫.৬০
ডাবর—	৫৪৫.৭৫
গোদরেজ—	৮০০.৭০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৪৩৮.৮৫
আই.টি.সি.—	৪২৭.৮৫
ও.এন.জি.সি.—	২৭৩.৪৫
সিপলা —	১৪০৫.৯৫
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৩৭১.০০
এইচ.সি.এল.টেক—	১৩৩৩.৫৫
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১১২৪.৬০
সেল—	১৬৬.৩৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৮২০.৪০
সিমেন্স—	৭১২০.০০
ফাইজার—	৪২৮২.০০
ইউনিটেক—	১১.২৪
উইপ্রো—	৪৫৮.১০
ডা. রেড্ডি–	৫৮৭২.৩৫
মারুতি—	১২৭৫০.৫৫
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১১২৬.৮৫
টি সি আই —	৮৯৪.২০
মহানগর টেলি —	৩৬.৭৭
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২১০.৬৫
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

২ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ২৬ বৈশাখ, **১৬ মে** ২ জ্যৈ, সংবৎ ৮ বৈশাখ সুদি, ৭ জেল্কদ্। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।০, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৮। **বৃহস্পতিবার,** অষ্টমী দিবা ঘ ৭।৩৪ মিঃ। মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।২৪ মিঃ। ধ্রুবযোগ দিবা ঘ ১০।১ মিঃ। ববকরণ, দিবা ঘ ৭।৩৪ গতে বালবকরণ, রাত্রিঘ ৮।২৮ গতে কৌলবকরণ। **জন্মে**–সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ঘ ৭।২৪ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে**–দোষ নাই। **যোগিনী**-ঈশানে, দিবা ঘ ৭।৩৪ গতে পূর্ব্বে। **কালবেলাদি**- ঘ ২।৫১ গতে ৬।৮ মধ্যে । **কালরাত্রি**-১১।৩৪ গতে ১২।৫৫ মধ্যে। **যাত্রা**-নাই। **শুভকর্ম্ম**-দিবা ঘ ৭।৩৪ গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত দীক্ষা গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন। **বিবিধ**-নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ-ব্যয়বৃদ্ধি। **বৃষ**-দুর্ঘটনা। **মিথুন**- আশা পূরণ। **কর্কট**-দ্রব্যহানি। **সিংহ**-ব্যবসায় ক্ষতি। **কন্যা**-বিষণ্ণতা । **তুলা**-প্রেমে বাধা। **বৃশ্চিক**-সমস্যার সমাধান। **ধনু**-কর্ম্মে আনন্দ। **মকর**-অস্থিরতা। **কুম্ভ**-ক্লান্তিবোধ। **মীন**-উদ্বেগ।

আগামীকাল

মেষ-নানাবিধ সুযোগ। **বৃষ**-চক্ষুরোগে কষ্ট। **মিথুন**- আশাহত। **কর্কট**-বন্ধু কলহ। **সিংহ**-সম্মান প্রাপ্তি। **কন্যা**-নূতন দীশা। **তুলা**-মনস্তাপ। **বৃশ্চিক**-মিত্রতা। **ধনু**-চিন্তাবৃদ্ধি। **মকর**-বিরহ। **কুম্ভ**-কর্তব্যে অবিচল। **মীন**-অসুস্থতা।

আজকের দিন

আজ ১৬ মে

১৭৮২ ব্রিটিশ শিল্পী রিচার্ড উইলসনের মৃত্যু। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ শিল্পীদের সঙ্গে একসঙ্গেই উচ্চারিত হন। তাঁর সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে ব্রিটেনে ছিলেন রেনল্ডস, গেনসবরো, রামসে রনি রাইবার্ন, হপনার, ওপি। রিচার্ড উইলসন ছিলেন ল্যান্ডস্কেপ শিল্পীদের মধ্যে সেরা। তবে তাঁর সময় ব্রিটেনে অবিস্মরণীয় ল্যান্ডস্কেপ শিল্পী টার্নারও ছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৭১৪ সালে। **১৯৪২** ব্রিটিশ রাজশক্তি বার্মা (মায়ানমার) ছেড়ে এইদিন চলে আসতে শুরু করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানের বাহিনী দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একের পর এক জায়গা দখল করতে করতে বার্মাতে এসে হাজির হয়। তারা বার্মার বিভিন্ন জায়গায় অবিরত বোমা বর্ষণ করতে থাকে। সে কারণেই ব্রিটিশরা বার্মা ছেড়ে চট্টগ্রামের দিকে চলে আসতে শুরু করেন। **১৯৫৭** ব্রিটেন এই দিন প্রথম পরমাণু বোমা পরীক্ষামূলকভাবে ফাটিয়ে পারমাণবিক ক্লাবে যোগ দিল। তাদেরই অধিকৃত ভূখন্ড খ্রিষ্টমাস আইল্যান্ডে পরমাণুর এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এই দিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বড় ছেলে। পরে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন শুরু করেন। এই ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনই বাংলায় নতুন করে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে আলোড়ন আনে।

শব্দজাল- ৫৯৪০

১	২		■	৩	৪		■
৫		■	৬			■	৭
	■	৮			■	৯	
■	১০			■	১১		
১২			■	১৩			■
১৪		■	১৫			■	১৬
	■	১৭			■	১৮	
■	১৯			■	২০		

মৌমাছি: - **পাশাপাশি** ঃ- ১) উচ্ছাস ৩) মিসরে এর উৎপত্তি ৫) কানের দুল এখানে ঝুলে ৬) সুমন ৮) এখানে বিখ্যাত মসজিদ ৯) বাকল ১০) হরিণের চামড়া ১১) পুর— ১২) রুই নয়, বোয়ালও নয় ১৩) ব্যাকুল ১৪) সহস্রলোচন ১৫) রাজন ১৭) রকম ১৮) আবেশ ১৯) ইংরেজীতে জিওলোজি ২০) ঝগড়া। **উপরনীচ** ঃ-১) গৃহ ২) নমি ৩) বাসনা ৪) অগতির — ৬) ভালো সময় ৭) — কাঠি চাল বিখ্যাত/জোড় — ৮) ডুবিলে ৯) এটা সবই খায় ১০) তন্দ্রাহীন ১১) এক ধরনের মিষ্টান্ন ১২) মিশরের রাজধানী ১৩) নিজ ১৫) ইংরেজীতে অ্যানথ্রোপলজি ১৬) বিচ্ছেদ ব্যথা ১৭) যত — তত পথ ১৮) দই এর বদলে—

উত্তর - ৫৯৩৯

পাশাপাশি ঃ- ১) কাহার ৪) মাতলা ৮) লহর ১০) তট ১১) রক ১৩) মসুর ১৫) দরদ ১৭) লজজা ১৯) পরম ২১) নরক ২৪) করম ২৬) জল ২৭) গলা ২৯) মীলন ৩১) জলঙ্গি ৩২) মেখলা। **উপরনীচ** ঃ-২) হাল ৩) রহম ৫) তত ৬) লাটটু ৭) মরদ ৯) রসুল ১২) করণ ১৪) রজন ১৬) দরক ১৮) জারজ ২০)মরমী ২২) কলত্র ২৩) মগজ ২৫) মলমে ২৮) লাল ৩০) নখ।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

মোদি জমানায় সবকা সাথ সবকা বিকাশের নামে ভোট, দাবী নাড্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুল্যা, ১৫ মেঃ দশ বছর আগে ধর্মের নামে, জাতির নামে ভোট হত। মোদি জমানায় সবকা সাথ সবকা বিকাশের নামে ভোট হয়। বুধবার বিজেপির নির্বাচনীয় জনসভায় এমনই দাবি করলেন সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। এদিন তাঁর এই বক্তব্যকে হাস্যকর ও মিথ্যাচার ছড়ানোর অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া। এদিন রঘুনাথপুর বিধানসভার অন্তর্গত সাঁতুড়ি হাঁসডিমা ময়দানে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার ও পুরুল্যা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর সমর্থনে একটি নির্বাচনী জনসভা আয়োজন করা হয়। এদিন সেই সভা থেকেই জিপি নাড্ডা দাবী করেন দশ বছর আগে জাতির নামে ধর্মের নামে, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ভোট করতো কংগ্রেস। মোদি সরকার জাতি ধর্মের ঊর্ধ্বে সবকা সাথ সবকা বিকাশের নামে ভোট করেন। একই সাথে তিনি বলেন, বিজেপি সরকার মজবুত রয়েছে আগামী দিনে মজবুত সরকার গড়বে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া সরকারকে সমর্থন করে একটা মজবুর সরকার তৈরি করতে চায়।

এদিন সেই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া বলেন, বিজেপি মানুষের জন্য কিছুই করেনি। হারবে নিশ্চিত ভেবে এই মিথ্যাচার ছড়াচ্ছে।

অন্যদিকে, এদিন পুরুল্যার বিদায়ী সাংসদ তথা এবারের বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর নাম বলতে গিয়ে হোঁচট খেলেন তিনি। জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকে বললেন জ্যোতির্ময় মণ্ডল। জে পি নাড্ডা বলেন, "জ্যোতির্ময় মণ্ডলকে জেতালে সবার ঘরে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ হবে। প্রধানমন্ত্রী যোজনা থেকে সৌরচালিত বিদ্যুৎ ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে।" স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এহেন মন্তব্যে তীব্র শোরগোল পড়ে।

'তৃণমূল জিতে গিয়েছে', ভবিষ্যদ্বাণী দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুল্যা, ১৫ মেঃ বুধবার তৃণমূল প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতোর সমর্থনে পুরুল্যার কাশীপুরে প্রচারে আসেন দীপক অধিকারী ওরফে দেব। টলিউড সুপারস্টারকে দেখতে ভিড় হবে এটাই স্বাভাবিক। আর সেই জনপ্লাবন দেখে আপ্লুত তৃণমূলের তারকাপ্রার্থীও। তাই রোড শো শেষে হেলিকপ্টারে ওঠার আগে কাশীপুরের সেবাব্রতী সংঘের মাঠে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে মাইক্রোফোনে দেবকে বলতে শোনা যায়, "দুপুর ২টোতেও এত ভিড়। চারপাশে মানুষ। পুরুল্যা তো জিতে গিয়েছে দেখেই মনে হচ্ছে। এবার আমার জন্য আশীর্বাদ করবেন। আমি যাতে ঘাটালে জিততে পারি। দলের জন্য নিজেদের মধ্যে ঝামেলা, অশান্তি করবেন না। দলের প্রার্থীকে ভোট দিতে জোরও করব না। তবে আমি এখানে এসেছি, অবশ্যই আশা করব। সব ভোট তৃণমূলেই পড়বে।" দেবের কথা শেষ হতেই স্টেডিয়ামজুড়ে চিৎকার! সকলেই যেন একসুরে সম্মতি দিলেন সুপারস্টার প্রার্থীর কথায়। এদিন দেবকে ঘিরে যে ভিড় দেখল কাশীপুর, তা যেন 'গেরুয়া গড়' হিসবে পরিচিত এই এলাকার তৃণমূল নেতা-কর্মীদের জন্য একেবারে টনিকের মতো কাজ করল।

ভোটের ঠিক মুখেই চুঁচুড়ায় অডিশন! রচনার রিয়েলিটি শো ঘিরে তুমুল বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৫ মেঃ সামনেই হুগলির ভোট। ২০ মে ভোটগ্রহণ। আর ঠিক তার আগেই বুধবার চুঁচুড়ায় এক বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো'য়ের অডিশন ঘিরে বিতর্ক। আজ চুঁচুড়ার রবীন্দ্রনগরে দেবীদাসতলার একটি স্টুডিওতে সকাল থেকে ভিড়। লাইন দিয়ে নাম নথিভুক্ত করছেন মহিলা। অভিযোগ, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে 'অডিশন চলছে' বলে হোর্ডিং লাগানো হয়েছে। উল্লেখ্য, হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যেই পড়ে চুঁচুড়া। আর হুগলি থেকে এবার তৃণমূলের টিকিটে ভোটে লড়ছেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই নিয়েই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টার অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়।

লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, "রবীন্দ্রনগর পেট্রোল পাম্পের কাছে দিদি নম্বর ওয়ানের অডিশন চলছে। আমার কাছে কিছু ভিডিয়ো এসেছে। ভোটারদের কাছে তৃণমূলের জন্য ভোট চেয়ে দিদি নম্বর ওয়ানে সুযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে। ভেবে দেখুন, তৃণমূল কতটা ফেক। এই অডিশন অবিলম্বে বন্ধ করা হোক।" এই নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলেও সরব হয়েছেন হুগলির বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী। সঙ্গে একটি ভিডিয়োও শেয়ার করেছেন লকেট। যদিও ভোটারদের প্রভাবিত করার যে অভিযোগ লকেট তুলছেন, তা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "সব মিথ্যা কথা। মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করছে। এসব কিচ্ছু নয়। যেহেতু দিদি নম্বর ওয়ান ৩৬৫ দিনের শো... আমি সারাদিন প্রচার করছি, তারপর রাত্রে গিয়ে শ্যুটিং করছি। আমার পক্ষে কলকাতায় যাতায়াত করা সম্ভব নয়, তাই আমাকে রাত্রে কাজ করতে হচ্ছে। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই, ভোটের কোনও ব্যাপার নেই। নর্মালভাবেই আমাদের কাজ হচ্ছে।" লকেটকে পাল্টা দিয়ে রচনা বলেন, 'এসব বাজে কথা বলতে বারণ করুন। ভোট এসে গিয়েছে। এসব ফালতু কথা বলে ইমেজ তৈরির কোনও মানে নেই।'

উদ্ধার ছাত্রের দেহ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৫ মেঃ প্রায় ৭ দিন নিখোঁজ থাকার পর এক নাবালক ছাত্রের দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার দুপুরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই ছাত্রের নাম জিৎ রায় মালাকার(১২)। তার বাড়ি ফারাক্কা ব্যারেজের গান্ধীঘাট রেল কলোনি এলাকায়। জিৎ,ফারাক্কা ব্যারেজ হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিল। ফারাক্কা থানার পুলিশের অনুমান ওই ছাত্র খেলা করতে গিয়ে কোনওভাবে পা পিছলে জলে পড়ে গিয়ে মারা গেছে। মৃত ওই ছাত্রের দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন মেলেনি বলে পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে। ওই ছাত্রের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বকেয়া টাকা না মেটালে নির্বাচনে মিলবে না কোন গাড়ি, হুঁশিয়ারি বাস মালিক সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১৫ মেঃ বকেয়া টাকা না মেটালে নির্বাচনে মিলবে না কোন গাড়ি, হুঁশিয়ারি বাস মালিক সংগঠনের। এআরটিও অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরিবহন ব্যবস্থায় সহযোগিতা করেও কোন টাকা পাওয়া যায়নি, তাই এই নির্বাচনের আগে বকেয়া টাকা না পাওয়া গেলে নির্বাচনের কাজে পরিবহন ব্যবস্থায় কোন ভাবেই সহযোগিতা করা হবে না। দেওয়া হবে না ছোট গাড়ি বাস বা অন্যান্য যাত্রীবাহী গাড়ি। এমনই হুঁশিয়ারি দিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা শাসকের কার্যাল চত্বরে আঞ্চলিক পরিবহন আধিকারিকের দফতরের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হল বাস মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। সংগঠনের তরফে জানানো হয়, বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরিবহনের জন্য ছোট গাড়ি এবং বাস দিয়ে কোনরকম আর্থিক সহযোগিতা তারা পায়নি। প্রায় ৯ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে ১২০ টি গাড়ির। আগামী ২০ তারিখ আরামবাগ লোকসভা নির্বাচনের দিন ধার্য রয়েছে। তার আগেও যদি প্রাপ্য বকেয়া না মেটানো হয়, তাহলে কোনভাবেই কোনরকম বাস বা ছোট গাড়ি দিয়ে নির্বাচনের কাজে সহযোগিতা করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বাস্তবিক যদি এই পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে নির্বাচনের গাড়ি নিয়ে কোনও সমস্যা হয় কিনা সেটাই দেখার। এ বিষয়ে ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস ক্যামেরার সামনে কিছু না বললেও তিনি জানিয়েছেন গাড়ি মালিকদের টাকা দেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

মহিলাকে ছুরি মেরে খুন, হাওড়া স্টেশনে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মেঃ হাওড়া স্টেশনে শোরগোল। বুধবার হাওড়া স্টেশনে এক মহিলাকে ছুরি মেরে খুন করার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের নাম মুঙ্গেশ যাদব। হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। উদ্ধার হয়েছে রক্তমাখা ছুরি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান মহিলা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বনগাঁ ঠাকুরনগরের বাসিন্দা পিন্টু বিশ্বাস তাঁর স্ত্রী রিভু বিশ্বাস ও ছেলেমেয়েকে নিয়ে মুম্বই যাচ্ছিলেন। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মুম্বইবাসী মুঙ্গেশ যাদব। জানা গেছে মুম্বইয়ে একটি হোটেলে কাজ করেন পিন্টু এবং মুঙ্গেশ। পরিবার নিয়ে মুম্বই থাকে পিন্টু। এদিন স্টেশনে আসার পর আচমকা মুঙ্গেশ পিন্টুকে ওষুধ কিনতে পাঠায়। পিন্টু সেখান থেকে চলে গেলেই মুঙ্গেশ ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে রিভুর পেটে ঢুকিয়ে দেয়। মহিলা যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকলে ছুটে আসেন আরপিএফ এবং অন্যান্য যাত্রীরা। মুঙ্গেশ ছুরি উঁচিয়ে সবাইকে ভয় দেখায় বলে অভিযোগ। যদিও আরপিএফ মুঙ্গেশকে হাতেনাতে ধরে গোলাবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কেন এই হামলা তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ঘটনার নেপথ্যে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

ঘোড়ার হাট জমবে এবার

সাংবাদিক করণ থাপারকে দেওয়া এক ইন্টারভিউতে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের স্বামী ড. পরাকালা প্রভাকরণ যা বলেছেন তাতে তার মতে মোদির বিজেপি ২০০-২২০ টি আসন পেতে পারে। ২৭২ নয়, ৪০০ পার তো দূরের কথা। বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ ও বিশ্লেষক ড. পরাকালা এর আগেও থাপারকে ইন্টারভিউ দিয়েছেন। তখন যা বলেছিলেন তা থেকে এবারকার বক্তব্য খুব একটা আলাদা না হলেও আগের বারের থেকে একটু বেশী আসন দিয়েছেন তিনি। তাহলে দেশবাসী মনে করতে পারেন ২০০ বা ২২০ আসন পেয়ে মোদির বিজেপি সরকার গড়তে পারবে না, সরকার গড়বে ইন্ডিয়া জোট। তারা হয়ত ভুলে গেছেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মু বিজেপিরই মনোনীত ব্যক্তি। একথা ঠিক একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজেপি উঠে আসবে এবং রাষ্ট্রপতি মুর্মু সাধারণ নিয়ম অনুসারে তাকেই সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানাবেন। শুধু তাই নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখানোর জন্য মোদির চাহিদা মত সময় দিয়ে দেবেন। সেই চাহিদা কিসের হতে পারে? অন্য কিছু নয়। সেই চাহিদা হল দেশের বিভিন্ন হাট থেকে ঘোড়া কিনে এনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার লাইনে দাঁড় করানো হবে। তাতে ২০০ কোটি লাগুক বা ৫০০ কোটি পেছপা হবেন না এটাও ঠিক। বর্তমান কালের রাজনীতিতে যারা জয়ী হয়ে আসবেন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য কামিয়ে নেওয়া। বিরোধী দলে থাকলে কামানোর সুযোগ থাকে না। তাই আত্মসম্মান বা মান অপমান বোধ হারিয়ে যেখানে ক্ষমতা সেখানেই চলে যাবেন তারা। এক্ষেত্রে তাদের একমাত্র দেখার কথা তা হল দাম কত উঠছে। বিজেপির পাইকাররা দাম ভাল দিতে আগে থেকেই অভ্যস্ত। তাদের ঘোড়া কেনায় অসুবিধা হবে না।

কয়েক দিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার হয়েছিল বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরীকে বিজেপি অন্য কোন রাজ্য থেকে রাজ্য সভার সাংসদ করে বিজেপি দলে নিয়ে যাবেন। এটা কারও অজানা নয় মাঝে মধ্যেই অধীর চৌধুরী বিজেপির প্রতি নরম মনোভাব দেখিয়েছেন। অনেকেই তার বিজেপিতে যাওয়ার অভিযোগও করেছেন। বহরমপুরের অধীর চৌধুরী ভোটে জিতে যাবেন এ নিয়ে খুব একটা সন্দেহ নেই। যদি ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় না আসে তাহলে বিজেপির হাটে গিয়ে তিনি ভিড়বেন কিনা সময় বলবে। তবে কংগ্রেস, তৃণমূল এবং অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলি থেকে দলে দলে ঘোড়ারা বিজেপির পাইকারের কাছে আত্ম সমর্পণ করবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ মোটা টাকা লেনদেনের সুযোগ থাকছে। পরবর্তীকালেও রোজগারের ঢালাও ব্যবস্থা থাকবে। ড. পরাকালা যাই বলুন না কেন শেষ পর্যন্ত মোদিই তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। যদি নেহাতই ভাগ্য তার সাথ না দেন তবেই অন্য কিছু হতে পারে। যার সম্ভাবনা খুব কম। এ দেশের রাজনীতিতে করে খাওয়া লোকেদের সংখ্যা প্রায় ৯৯ শতাংশ। তাই কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

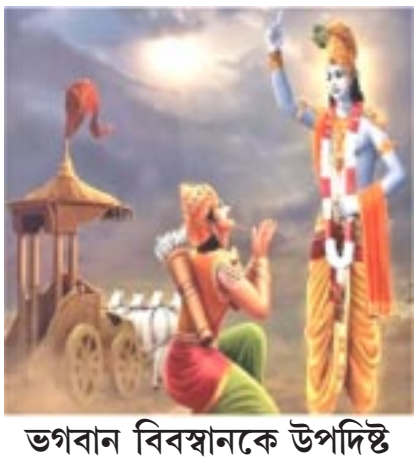

ভগবান বিবস্বানকে উপদিষ্ট কর্মযোগ

প্রত্যেকটি কারক ক্রিয়াজাত হয় আর ক্রিয়ার উৎপত্তি ও সমাপ্তি হয়। উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় যে ক্রিয়া, তার দ্বারা অনুৎপন্ন তত্ত্বের প্রাপ্তি কী করে হতে পারে? সুতরাং পরমাত্মতত্ত্ব কর্তা-নিরপেক্ষ, কর্ম-নিরপেক্ষ, করণ-নিরপেক্ষ, সম্প্রদান-নিরপেক্ষ, অপাদান-নিরপেক্ষ এবং অধিকরণ-নিরপেক্ষ। তাৎপর্য হল, কোনো কারকই পরমাত্মাকেই ধরতে পারে না, কেননা সব কারকই উৎপন্ন এবং সমাপ্ত হয়। যা উৎপন্ন এবং সমাপ্ত হয় তাকে ত্যাগের দ্বারা অনুৎপন্ন তত্ত্বের প্রাপ্তি যদি না হয় তাহলে আর কী প্রাপ্ত হবে? উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয় এমন জিনিসের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ামাত্রই অনুৎপন্ন তত্ত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেটি অনুভূত হয়।

বাস্তবে অনুৎপন্ন তত্ত্ব অপ্রাপ্ত নয়। উৎপন্ন হয় এমন পদার্থ, বস্তুর আশ্রয় গ্রহণই হল তার প্রাপ্তিতে বাধা। উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় এমন ক্রিয়া, বস্তু, পরিস্থিতি, অবস্থা, ঘটনা প্রভৃতির প্রতি যে গুরুত্ব অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত, সেইগুলিই সেই তত্ত্বপ্রাপ্তির বাধা। সেজন্য করণ-নিরপেক্ষ বলার তাৎপর্য করণের সঙ্গে বিরোধ করা হয়। আসল তাৎপর্য হলগ, যে বস্তু উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় তার দ্বারা অনুৎপন্ন তত্ত্বের প্রাপ্তি হয় না।

শ্রোতা—বিনাশশীলের প্রতি গুরুত্ব কী করে দূর হবে?

স্বামীজী---অপরের হিতসাধনে। নিজেদের শক্তি অনুসারে অপরের হিতসাধন করুন। অন্নক্ষেত্র খুলুন। **ক্রমশ...**

সংবিধানের চোখে রাজ্যপাল

তন্ময় কবিরাজ

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রাজ্যপালকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনার পাশে বসাও পাপ", তখন দুটো কত কথা মনে পড়ে যায়। এক, কলকাতা হাইকোর্ট একটি মামলায় বলেছিল, অভিযোগের এক শতাংশও সত্যি বলে প্রমাণিত হলে সেটাও লজ্জার। দুই, ভারতীয় সংবিধানের ১৬৩নম্বর ধারায় রাজ্যপাল - মুখ্যমন্ত্রীর যে সম্পর্কের কথা বলা রয়েছে সেটাও প্রশ্নের মুখে পড়ছে। রাজ্যপাল পদটি নিয়ে স্বয়ং আম্বেদকর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। রাজ্যপাল সাংবিধানিক প্রধান। আদালত বিভিন্ন মামলায় রাজ্যপালকে তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করেছেন যাতে নির্বাচিত সরকার আর মনোনীত প্রার্থীর বিবাদ সৃষ্টি না হয়। সংবিধানের মৌলিক কাঠামোতে মানুষই গুরুত্ব পেয়েছে। তাই রাজ্যপালের একচেটিয়া ক্ষমতাতেও আদালত এবং মন্ত্রিসভার হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে। সুনীল কুমার বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার মামলায় আদালত জানায়, ১৯৩৫ সালের আইন মোতাবেক আজকের রাজ্যপালকে বিবেচনা করলে ভুল হবে। তিনি সংবিধানের প্রধান হিসাবে থাকবেন বলে শামসের সিংহ বনাম পাঞ্জাব রাজ্যে মামলাতেও আদালত জানায়। রাজ্যপাল কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করতে পারেন না। অথচ রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বর্তমান সময়ে বারবার রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠছে। রাজ্যপালকে স্বাধীন ও অরাজনৈতিক করার কথা উঠেছে হরগোভিড বনাম রঘুকূল মামলায়। তাছাড়া সংবিধানের ১৫৮ নম্বর ধারা অনুসারে একজন রাজ্যপাল পার্লামেন্ট বা রাজ্য স্তরে কোনো কক্ষেরই সদস্য থাকতে পারবেন না, যার অর্থ কেন্দ্র বা রাজ্যে স্তরে কোনো কক্ষের সদস্যপদ গ্রহণে তাঁকে রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে দিয়েই যেতে হয়, ব্যতিক্রমী সদস্য পদ ছাড়া। তাই সংবিধান রাজ্যপালের সংসদে সদস্যপদ গ্রহণে বিরত থেকেছে। তাঁর দায়বদ্ধতা সংবিধানের কাছে। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যশাসন পরিচালিত নাহলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে অবগত করতে পারেন। সংবিধানে বলা হয়েছে, যদি কেউ কেন্দ্র বা রাজ্য স্তরের কোনো কক্ষে সদস্য পদ গ্রহণ করে থাকেন তবে তাঁকে রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহণের আগে সে সদস্য পদ ত্যাগ করতে হবে। যার অর্থ,শুধু পদত্যাগ নয়,রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব বর্জনও করে সংবিধানের আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হবে। রাজ্যপালের পদত্যাগ নিয়ে বারবার সমালোচনা হয়েছে। সরকোরিয়া কমিশন তার রিপোর্টে বলেছে, বিশেষ বা জরুরিকালীন অবস্থার সৃষ্টি নাহলে রাজ্যপালকে অপসারণ করা যাবে না। ভেঙ্কটচালিয়া কমিশন জানিয়েছে, রাজ্যপালকে অপসারিত করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। অন্যদিকে, পুঁছি কমিসন রাজ্যপাল অপসারণের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে। তবে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সামনে শপথ নেওয়া রাজ্যপালকে দেশের সংবিধান মেনে কাজ করবে। রাজ্যপাল চাইলেও তিনি তাঁর গন্ডির বাইরে যেতে পারেন না। গুজরাট বনাম আর. এ. মেহেতা মামলাতেও আদালত সংবিধানে বর্ণিত রাজ্যপালের ক্ষমতার কথাই মনে করিয়েছে। জরুরিকালীন অবস্থায় তিনি অর্ডিন্যান্স পাশ করতে পারলেও তারও অনুমোদন দরকার। তাছাড়া অর্ডিন্যান্স পাশ করাটা পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমনকি ক্ষমাপ্রদর্শনের ক্ষমতাও বিচারবিভাগীয় পুনর্মূল্যায়নের আওতায় রয়েছে। এপুরু সুধাকর মামলায় দেশের আদালত রাজ্যপালের ১৬১নম্বর ধারায় বর্ণিত ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করে। বলা বাহুল্য, বর্তমান সমাজ পরিস্থিতিতে রাজ্যপাল বিতর্ক সংবিধানের পক্ষে সুখকর নয়। রাজনীতি আজ খুব সস্তা, মুখোরোচক বিনোদন। মেঘালয় হাইকোর্টের বিচারপতি তাই বলছেন, বিচারপতিদের রাজনীতিতে আসা উচিত নয়। আবার রাজনৈতিক দলগুলোরও উচিত সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা মানুষদের রাজনীতিতে না জড়ানো, কারণ এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সংশয় তৈরি হচ্ছে। আসলে আজকের রাজনীতিতে নীতি আদর্শ বলে কিছুই নেই। মূল্যবোধ খোঁজাটা তাই নেহাতই বোকামো। একটা সীমাবদ্ধতা থাকা উচিত, নাহলে সংবিধান বাঁচবে না, মানুষের বিশ্বাস থাকবে না। যখন কোনো নেতা বা নেত্রী প্রকাশ্যে বলে, বিচার করবে জনতা, তখন আইন আদালতের আর কি দরকার? বিচার ব্যবস্থার উপর যখন রাজনীতির অভিযোগ উঠে, তখন মানুষের ভরসা নষ্ট হয়ে যায়। বিশ্বাস হারাচ্ছে সবকিছু, অন্যদিকে, বিশ্বাস ধরে রাখার যোগ্যতাও কমছে। রাজ্যপাল অন্যায় করলে সাংবিধানিকভাবে তা প্রতিহত করা যায় কিন্তু সেটা না করে ভোটের কথা ভেবে রাজনীতি করতে গিয়ে সংবিধানের আদর্শকে নষ্ট করছে রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা। তাঁদেরও সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা দরকার। তাঁরাও নাগরিক। মৌলিক কর্তব্য পালনের প্রাথমিক কথাগুলো জানা দরকার তাঁদেরও। সর্বত্র রাজনীতির দাপট। বিশ্বাস, মেধা, শ্রম, সৃষ্টির মত মৌলিক সত্তা হারিয়ে যাচ্ছে। প্রকট হচ্ছে দূর্নীতি। দুর্নীতির কাছে হার মানছে মৌলিক ভাবনা। এটা এক ধরণের সংক্রমণ। এভাবে চলতে থাকলে একসময় গৃহযুদ্ধের মত বিপদ অনিবার্য। তাই নিজের গন্ডির মধ্যে থেকেই প্রত্যেকের কাজ করা উচিত। বিচারপতি আবসানউদ্দিন আক্ষেপ করছেন, ভারতে আইন রয়েছে কিন্তু তার প্রয়োগ শুধু কাগজেই।

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

খিদে পায় যে

বিদ্যুৎ রাজগুরু

পলাশ স্বপ্ন দেখে। আসলে ছোট থেকে পলাশকে স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন দেখিয়েছিল তাঁর কাকু বিনোদবিহারী। সারাদিনের ছোট বড় ভাবনাগুলোকে এক সূত্রে বাঁধতে বাঁধতে একটা স্বপ্নের চাদরে যেন জরি বুনত। রাতে যখন আকাশকুসুম ভাবত। কখন যে ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে যেত। জানলার ফাঁকফোকর দিয়ে ভোরের আলো ঠিকরে পড়ত। আর ভোরের পাখির ব্যস্ততা, পাখির কলকাকলি। হর্ণ দিয়ে ফার্স্ট বাসটা স্ট্যান্ড ছাড়ত। কিংবা ভোরের সাইরেন বেজে উঠত। কিছুক্ষণ পর আবার ঘুমিয়ে পড়ত পলাশ দাদা অবিনাশকে আঁকড়ে ধরে।

অবিনাশ বিনোদবিহারীর এক মাত্র সন্তান। হরিহর আত্মা। বিনোদবিহারী খুব পণ্ডিত ব্যক্তি। কথাবার্তায় সকল মানুষকে সহজে আপন করে নিতে পারে। একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান পলাশ। সকলকে নিয়ে চলতে শেখা। মানুষকে ভালবাসতে শেখা ও মানিয়ে নেওয়া এসব পরিবারগুলি বড় শিক্ষক। অফিস থেকে ফিরলেই পলাশ কাকুর কাছে কত দেশবিদেশের গল্প শুনত। পলাশ অবিনাশ যেন একই মায়ের সন্তান। বাবা নিশিকান্ত সরকারি কর্মচারী। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। বিনোদবিহারী আর নিশিকান্তের আরো দুই ভাই পৈতৃক ভিটাতে থাকে। কয়েক মাইল দূরে তাদের গ্রামের বাড়ি। বিনোদবিহারী আর নিশিকান্ত চাকুরীসুত্রে শহরের বাসিন্দা। ছুটি পেলেই ছুটে যায় গাঁয়ের বাড়ি। যখন দুই ভাই একসঙ্গে গ্রামের বাড়ি যায় এক নির্মল আনন্দে প্রাণ ওদের ভরে যায়। দুই ভাই পুকুরে স্নান করতে করতে সাঁতার কাটা তো গ্রামে শিখেছে। গ্রামে যখন যায় দামাল ছেলে হয়ে যায়। পাড়ার সমবয়সিরা ওদের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। কয়েকটা দিন কাটিয়ে আবার শহরে ফিরে যেতে হয়। বাঁধাধরা জীবন। যেন গোজে বাঁধা গরুর মতো অবস্থা। সংসার বড় হয়েছে। বিনোদবিহারী আর নিশিকান্তের ভাতের হাঁড়ি পৃথক এখন। পলাশ কলেজে পাঠরত। অবিনাশ দুই বছর হল এম এ বি এড কমপ্লিট করেছে। এইতো তিন বছর হল পাশের জেলায় একটা সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করে। ইংরাজি বিষয়ের সহশিক্ষক। স্কুল সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছে। না নেতা মন্ত্রি কাউকে ধরতে হয়নি। বিনোদবিহারী এসব তৈল মর্দন পছন্দও করত না কোনোদিন। অবিনাশ বরাবর অন্তর্মুখী। কম কথা কাজ বেশি।

অবিনাশ, পলাশ পাশাপাশি বেড়ে উঠছে। কিন্তু তদের শিশু সরলতা আজও একই রকম। ভাইয়ের জন্য ভীষণ চিন্তা করে অবিনাশ। বর্তমানে চাকরির মুখটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হবার কিছুদিন পর বিনোদবিহারী ছেলের বিয়ের ঠিক করে। পাশের গ্রামের জীবন চৌধুরীর এক মাত্র কন্যার সুনিতার সঙ্গে ধূমধাম করে বিয়ে দিয়েছে বিনোদবিহারী। আসলে সুনিতা এই পরিবারের পূর্ব পরিচিত। ভাই নিশিকান্তের সহকর্মী জীবনবাবু। সেই সুত্রে পরিচয়। পলাশ আর সুনিতা একসঙ্গে পড়াশুনা। পলাশের বাল্যবন্ধু। প্রাইমারি স্কুলের সহপাঠী। অবশ্য পঞ্চম থেকে ক্লাস টেন অবধি স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে সুনিতা ভর্তি হয়েছিল। ক্লাস ইলেভেন থেকে ফের সুনিতার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনা শুরু হয়। কলেজেও এক সঙ্গে ছায়ার মতো থেকেছে। সুনিতার মায়াবি চোখ দুটো তাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত। তাদের অনুচ্চারিত ভালোবাসায় পলাশ টগবগ করে ফুটত। কিন্তু কখনও মুখে টু শব্দ করেনি। এক আত্মীয়র সূত্রে বিনোদ বিহারী অবিনাশের বিয়ের পাকা করে। পরে জানা যায় ভাই নিশিকান্তের কলিগের মেয়ে। তাই আর কোনো বাধা নেই। অবিনাশ সুনিতা সম্পর্কে সব জেনেছে ভাই পলাশের কাছে। শান্ত নিরীহ মেয়ে, আবার ভাইয়ের সহপাঠি। বিয়ের ব্যপারে কিন্তু নেই। বিয়ের পর অবিনাশ বাড়ি থেকে যাতায়াত করলেও শরীর সায় দিচ্ছিল না। তাই অবিনাশকে জেলাশহরে একটা ফ্ল্যাটের কিনে দিয়েছে। ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মতো দুটি কন্যা সন্তান নুড়ি আর ফুরি সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখে। অবিনাশ-সুনিতার ছোট সুখের সংসার। অবিনাশ পলাশ ভাই না বন্ধু বোঝা মুশকিল। মাঝে মধ্যে পলাশ হাজির হয়। বেশ কয়েকদিন থাকে আনন্দ করে। পলাশ আজকাল কেমন যেন মনমরা। সেই উৎফুল্লতা নেই চনমনে ভাবও নেই। অবিনাশ এখন পাশের শহরে। পলাশ যেনও মণিহারা ফণী।

কলেজ পাশ করে মাস্টারস করছে সদ্য গড়ে উঠা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কলেজ ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিও চুটিয়ে করছে। সেই সূত্রে হোমড়া-চোমড়া নেতা মন্ত্রীর বেশ অনুগত হয়েছে। তা পলাশ নেতাদের কথামতো মিটিং মিছিলে জনসভায় লোক যোগাড় করতে হয়। কোন কিছুই তার সঙ্গে মিলে না। আসলে কিছুদিন আগেই কিছুটা নিরুপায় হয়ে ছাত্র ইউনিয়ন পরিবর্তন করেছে। পরিবর্তনেরও একটা গভীর বেদনা রয়েছে। কখনও তাঁর মনে হয়না ছাত্র রাজনীতি করছে। তবুও তাকে করতে হবে,যদি একটা কর্মসংস্থানের সুযোগ আসে। অপেক্ষায় দিন যায় রাত হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়না। ইউনিভার্সিটি থেকে সটান বাড়ী ফেরা। বাসগুলো যেখানে এসে থামে- সেই লাস্ট স্টপেজে নেমেই কর্ম সংস্থানের পত্রিকা কেনে পলাশ। পেপারটা রোল করে গুটিয়ে হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরে বাড়ি ফিরে। কখনো ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। শীতের সময়ে বাসস্ট্যান্ডে বাস কর্মীদের দেখেছে আড্ডা দিতে দিতে আগুন তাপাতে। আর দাউদাউ আগুনের শিখা কীভাবে কালো ধোঁয়া হয়ে অসীম আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। পলাশের চাপা ক্ষোভ ঠিক এই ভাবেই কখনও অগ্নি শিখা হয়ে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। নির্ঘুম রাতে ক্ষোভে বাড়তে থাকে আগুনের শিখার মতো। ভোরের আলোয় বাস্তবতায় ফিরে আসে। বাস থেকে নেমে একলা পথে মনে মনে ভাবতে থাকে, আমি যেন পোস্টার বয়। তাকে সব কিছুই মানিয়ে নিতে হয়। বাড়ি ফিরেই কর্মক্ষেত্রের জগৎটাই চোখ বুলিয়ে নেওয়া অভ্যাস। আসলে পলাশ কলজে পড়তে পড়তে ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কয়েক বার বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আবেদন করেছে। কিন্তু সফল হয়নি।

(ক্রমশ ...)

কবিতা

মুখে মধু হৃদয়ে বিষ

পশুপতি ভদ্র

মেঘপুঞ্জে ঝড় ও বৃষ্টি,
বৃহৎ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম অংশে অপূর্ব সমারোহ,
অনতিবিলম্বে জলজবিহার,
জীবিত যাঁরা, - তাঁরা কী ভাগ্যবান?

বুকে নিয়ে অপেক্ষা,
নির্ভেজাল ডিঙিয়ে অবক্ষয়ে দিনগত পাপক্ষয়,
বর্তমান সময়ে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন।

মূল্যবৃদ্ধি,
যাঁরা দেখভালে অগ্রিম, তাঁরা দেখি সত্যি চামার,
নাগালের বাইরে মজুত, নিত্যদিনের রসদ,
জন্ম থেকে শ্মশান, - ঠুনকো নিরাপত্তা,
মুখে মধু, - হৃদয়ে বিষ।

হয়তো বা উল্টোপথে কবি,
প্রকৃতির সর্বকনিষ্ঠ ফুটো দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জল,
তাপ্পি মারার কৌশলে নাজেহাল অবস্থা,
পাহাড়প্রমাণ বিশৃঙ্খলায় বিধ্বস্ত কবি।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

ভয়

কিরণময় পাত্র

জীবন সাগরে আমরা নদী,
ভয় লাগে আপনে হারাই যদি।
প্রতি ভয় জেগে ওঠে ঢেউয়ের স্বরে,
যেতে হয় তবু নীরব অন্তরে।
সাগরের সাথে মিলে যদি যাই,
পিছন ফিরে আর কি তাকাই?
জীবন সাগরে মিলনেই সুখ,
ভয় নিয়ে চলে নদী তবু উন্মুখ।
জীবনের সাথে জীবনের যোগ,
ভয়ই তো মনের বড়ো দুর্ভোগ।।

প্রার্থনা

নির্মল স্বর্ণকার

আজ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ,
আজ প্রেমের দ্বার রুদ্ধ।
অশান্তির বাতাবরণে,
ছেয়ে গেছে চারিদিক।
বুঝতে পারছে না,
কোনটা ভুল, কোনটা সঠিক।
বিবেকটাকে সরিয়ে রেখে,
শুধু স্বার্থ টুকু বুঝে নিতে চায়।
নিজেদেরই পায়ে মারছে কুড়ুল,
কে বোঝাবে তাদের হায় !
হে প্রভু যীশু, হে মহাত্মা বুদ্ধ।
আরেকবার নেমে এসে,
তাদের হৃদয়কে করো শুদ্ধ।

কল্পতরু

সমীর কুমার ভৌমিক

তোমার আকাশ তোমার ভুবন
মধু-রসে ভরা,
তোমার চিন্তা চেতনা জুড়ে
কোথাও তো নেই খরা।

রং ও রেখায় জারিত প্রাণ
আলোর উৎস ধারা,
অন্ধকারেও দেখাও দিশা
হই যদি পথহারা।

তোমার বীণার সুর হতে পাই
জীবন সুরের মন্ত্র
ছিন্ন বীণায় সুর জাগানোর
তুমিই রসিক জন তো!

আনন্দময় চিত্ত তোমার
অমৃতময় হিয়া
নি:স্বজনের আপন তুমি
ব্যর্থপ্রেমিক প্রিয়া!

তোমার মাঝেই বিচিত্র ভাব
আধারিত হয়ে আছে
সংস্কৃতির অসীম সীমা
মুক্ত তোমার কাছে !

হয়নি বলা সরি

কনক কুমার প্রামানিক

অনুরাগের অন্তরালে সহস্র অভিমান
দূর্ভেদ্য হৃদয়ের গলিপথ
গিরিসম উত্তপ্ত কঠোর মানবিকতায়
হয়নি সরি বলা, বিফল মনোরথ।
পুরুষত্বের তিব্র অহংবোধে
নিলর্জ রুধির আঁখিদ্বয়ে ভাসে ক্রোধ
কামনার ভীড়ে বুঝিনি প্রণয়ের মানে
অন্তর জুড়ে নির্লিপ্ত অহংবোধ।
আড়ষ্টতা আজ গ্রাস করেছে বাকযন্ত্র
বলতে গিয়ে পশ্চাৎপদ, অজানা সংকোচ
দোষাশ্রিত অন্তর আজ বড়ই অনুতপ্ত
ডানা মেলে হৃদয়ের অবাধ্য উৎকোচ।

সাহস কোথায়

এস ডি সুব্রত

সূর্যোদয়ের রক্তজবা যখন তোমার ঠোঁটে
সাহস কোথায়
চোখ ফিরাব অন্য কোন বাটে,
কাজলকালো দীপ্তচোখে সাত জনমের মায়া
সাহস কোথায়
এড়িয়ে যাব অমূল্য এই পাওয়া।
নদীর মতো ছুটে চলা এমন উছল ধারা
সাহস কোথায়
শান্ত থাকি না দিয়ে তাই সাড়া।

ফিরে এসো

সুজিত ঘোষ

তুমি নেই পাশে, ঝড়ে চোখের জল
থমকে গেছে হৃদয়, থেমে নেই সময়।

কেন বারংবার ব্যর্থতা আসে আমার জীবনে
আমার শূন্যতা দেখে হাসছো তুমি আড়ালে।

আমি বড়ই একাকী
জানে অন্তযার্মী জানো তুমি
কে হবে মোর সাথী ফিরে এসো
দিতে হবে বহু পথ পাড়ি।

এখনো খুঁজে পাই তোমাকে
প্রতি নিশ্বাসে পাই তোমার ঘ্রাণ
স্বপ্নের মাঝে পাই তোমার স্পর্শ
লোকালয়ে আর নির্জনে
চোখে হারায় তোমাকে।

প্রতিটি মূহুর্ত কাঁটে তোমাকে ভেবে
তোমার ছোঁয়া পাই সারাক্ষণ
পিছন ফিরে যখন দেখতে চাই
পাই না তোমায় সব মনের ধোঁয়াশা।

ক্ষণে ক্ষণে করছি অনুভব
তুমি ছাড়া আমি অসহায়
ব্যর্থতার বেড়াজালে আবদ্ধ
ফিরে এসো তুমি আমার হৃদয়ে।

রাজ্য

'অসত্য বলছেন সেলিম', মন্তব্য নওশাদ সিদ্দিকির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ 'অসত্য বলছেন...', আসন সমঝোতা নিয়ে মহম্মদ সেলিমের দাবির পাল্টা সুর চড়ালেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। ভাঙড়ে দলীয় প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যের সমর্থনে মিছিল এবং সভায় যোগ দিয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম দাবি করেছিলেন, আইএসএফ-এর সঙ্গে আসন সমঝোতা ভাঙার কারণ নওশাদ। এবার সেলিমের মন্তব্যের পালটা মুখ খুললেন নওশাদ। সেলিমের মন্তব্য প্রসঙ্গে নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, 'মহম্মদ সেলিম অসত্য কথা বলছেন। ওরা বলেছিল যদি নওশাদ সিদ্দিকি ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়ায় তাহলে পাঁচটা আসন দেবে না হলে চারটে। নওশাদ সিদ্দিকি ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়াবেন নাকি হরিয়ানাতে দাঁড়াবেন, তা মহম্মদ সেলিমরা ঠিক করবেন না। করবে আইএসএফ।' তিনি আরও বলেন, 'ওঁরা যেখানে ডেকেছেন, যতবার ডেকেছেন, আমরা গিয়েছি। আমরা আলিমুদ্দিনে গিয়েছি। সেলিম সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের বারবার বলেছে, বসিরহাটের আসনটি সিপিআই ছাড়তে নারাজ। বারাসত নিতে বলেছিল। কিন্তু, এখন দেখলাম ওখানে সিপিএম লড়ছে। তার মানে আমাদের অসত্য তথ্য দেওয়া হয়েছিল।' মহম্মদ সেলিমের হোয়াটসঅ্যাপ করা প্রসঙ্গে নওশাদের দাবি, তাঁর কাছে প্রতিদিন বহু হোয়াটস অ্যাপ আসে। তাঁর সহকারী বিষয়টি দেখেন। তাই কে তাঁকে হোয়াটস অ্যাপে মেসেজ করেছে তা দেখতে হবে বলে দাবি করেন নওশাদ। একইসঙ্গে সেলিমকে তোপ দেগে তিনি বলেন, 'অর্ধসত্য মিথ্যার থেকেও ভয়ংকর।' উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টের দাবি ছিল বিমান বসুর কারণে জোট হয়নি। শোনপুর বাজারের সভায়নও শাদ সিদ্দিকিও সেই দাবিতেই শিলমোহর দিয়েছিলেন। কিন্তু সেলিমের দাবি নওশাদের জন্য এই জোট হয়নি।

সিবিআই-এর হাতে অযোগ্যদের তালিকা, এসএসসি-র ইমেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নয়া মোড়। কয়েকদিন আগেই কলকাতা হাই কোর্ট এসএসসির ২০১৬ সালের প্যানেলের ২৬ হাজার শিক্ষক এবং স্কুলকর্মীর চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল। পরে সুপ্রিম কোর্ট এই রায়ে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিলেও দুর্নীতি নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। এই আবহে শীর্ষ আদালতে সেই মামলার চূড়ান্ত রায় এখনও দেওয়া হয়নি। তার আগেই সিবিআই এই মামলা নয়া মোড় ঘোরাল। এর আগে এসএসসি সুপ্রিম কোর্টে দাবি করেছিল, ২৬ হাজার চাকরিপ্রাপকদের মধ্যে কারা যোগ্য আর কারা অযোগ্য সেই তালিকা তারা দিতে পারবে। সেই মতো অবৈধভাবে নিযুক্ত ৪৫৯৯ জনের তালিকা আদালতের হাতে তুলে দিয়েছিল এসএসসি। আর এবার নাকি সিবিআই অযোগ্যদের তালিকার হদিশ পেয়েছে এসএসসির সার্ভার থেকেই। একটি বাংলা সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, দুর্নীতি করে চাকরি পাওয়া শিক্ষক এবং স্কুলকর্মীদের তালিকা হাতে এসেছে সিবিআই তদন্তকারীদের। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, এসএসসি-র তরফ থেকেই নায়সাকে একটি ইমেল করে জানানো হয়েছিল যে কাদের কাদের কত নম্বর বাড়াতে হবে। সেই ইমেল সহ তালিকা নাকি সিবিআই পেয়ে গিয়েছে। এসএসসির সার্ভার থেকে নাকি এই সব নথি ও তথ্য উদ্ধার করেছে সিবিআই। দাবি করা হয়েছে, এসএসসির তরফ থেকে নায়সা কর্তা নীলাদ্রি দাস, নায়সার প্রাক্তন কর্তা পঙ্কজ বনশল ও নায়সার এক কর্মী মুজাম্মিল হোসেনকে ইমেল করা হয়েছিল। এদিকে ইতিমধ্যেই ২০১৬ প্যানেলের বহু শিক্ষক ও স্কুলকর্মীদের নথি সহ সিবিআই তলব করেছে নিজাম প্যালেসে। জেলা স্কুল পরিদর্শকের দফতরের মাধ্যমে একাধিক শিক্ষককে এই তলব নোটিশ পাঠিয়েছে সিবিআই। উল্লেখ্য, সম্প্রতি কলকাতা হাই কোর্টের রায়ে এসএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগ হওয়া ২০১৬ সালের প্যানেলের ২৫ হাজার ৭৫৩টি চাকরি বতিল হয়েছিল। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল এসএসসি। সেখানে আপাতত হাই কোর্টের চাকরি বাতিলের রায়ে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। তাতেই আপাতত খানিকটা শান্তি এসএসসির।

গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ দূষণে গঙ্গার বেহাল অবস্থা আজকের নয়। বহু প্রয়াসেও কিন্তু গঙ্গার দূষণ রোধ করা যাচ্ছে না। এবার তাই নতুন করে দূষণরোধে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে চলেছে রাজ্যের পরিববহন দপ্তর। জাহাজ ও ভেসেল থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করতে আনা হচ্ছে বিশেষ যান। সেই যান জাহাজ বা ভেসেলগুলো থেকে বর্জ্যপদার্থ সংগ্রহ করবে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই শহরে রাজ্য পরিবহন দপ্তর একটি জরুরি বৈঠক করে। সেখানে ঠিক হয়ে রাজ্যের যে জেটিগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, তীরে বর্জ্য সংগ্রহ কেন্দ্র, বর্জ্য সংগ্রহ ও নিষ্পত্তিরও ব্যবস্থা থাকা দরকার তার একটা তালিকা তৈরি করতে হবে। রাজ্য পরিবহণ দপ্তর সেই ব্যবস্থা করে দেবে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বেসরকারি ভেসেলের মালিকরা। রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের কাছে বেসরকারি ভেসেলের মালিকরা পর্যটকদের জন্য আসন্ন দুর্গাপুজোতে নতুন রুটে গঙ্গা ভ্রমণের বিশেষ প্যাকেজও শুরু করতে চান বলে অনুরোধ জানিয়েছেন। দক্ষিণেশ্বর-বেলুড়, মায়াপুর-নবদ্বীপ, ফলতা-জিওনখালি রুটে পরিষেবা শুরু করতে চান বলে জানিয়েছেন তাঁরা। পরিববহণ দপ্তরের সচিব এই প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাসও দিয়েছেন। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এই পুজোতেই বেসরকারি উদ্যোগে গঙ্গা ভ্রমণ শুরু হবে তা বলাই যায়। এছাড়াও বৈঠকে নদীকেন্দ্রিক পর্যটন, সম্ভবনাময় নতুন রুট, টুরিজমে নতুন কর্মসংস্থান, গঙ্গা বক্ষে চলা বিভিন্ন ভুটভুটিগুলোর সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। গঙ্গা দিয়ে সারাদিন চলাচল করে অসংখ্য ছোট-বড় জাহাজ। জলপথে পর্যটক টানতে অনেক ব্যবস্থাই নিয়েছে তৃণমূল সরকার। শুরু হয়েছে ঘাটে গঙ্গা আরতি।

ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া কী করে এফআইআর? প্রশ্ন কোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ সন্দেশখালির ঘটনায় বিজেপি নেতার আনা মামলার পূর্ণাঙ্গ শুনানি হল না কলকাতা হাই কোর্টে। আগামী শুক্রবার এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করেছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। যদিও এদিনের একপ্রস্থ শুনানিতে সন্দেশখালির বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। তাঁর প্রশ্ন, "ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া সন্দেশখালির ভিডিও ভাইরালের ঘটনায় পুলিশ কীভাবে এফআইআর রুজু করতে পারে?" এনিয়ে রাজ্যের কাছে রিপোর্টও তলব করেছে আদালত। একইসঙ্গে আদালতের নির্দেশ মামলার পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত ওই বিজেপি নেতা ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতন, জমি দখলের অভিযোগের ঘটনায় একের পর এক ভিডিও সামনে আসছে। যা নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়াল ও তাঁর ছেলে জ্যোতির্ময় কয়াল। অভিযোগ, তাঁর ছবি ব্যবহার করে ফেক ভিডিও বানিয়ে তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আবেদনের পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার আবেদন জানানো হয়েছে মামলায়। মামলার শুনানিতে আদালতে তথ্য দিয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, "সুপ্রিম কোর্টে মাম্পি দাস মণ্ডল নামে এক মহিলা একটি মামলা করেছেন। শীর্ষ আদালতের নজরদারিতে গোটা সন্দেশখালির ঘটনাক্রমের তদন্তের আবেদন করেছেন তিনি। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি শুনানি হতে পারে। ফলে হাই কোর্ট আপাতত এই মামলার শুনানি স্থগিত রাখুক।" এজি আরও উল্লেখ করেন, "সন্দেশখালি সংক্রান্ত সব মামলা প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে বিচারাধীন। ফলে এই মুহূর্তে এই মামলার শুনানি সিঙ্গল বেঞ্চে না-হওয়াই ভালো।" এজির এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এদিন এই মামলার শুনানি পিছিয়ে দেয় উচ্চ আদালত। তবে বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে বিচারপতির মন্তব্য, "ভাইরাল হওয়া ভিডিও সত্যি কি না, তা প্রমাণিত নয়। ফলে এক্ষেত্রে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ কি না, তাও প্রমাণ হয়নি। তাই ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া এফআইআর কীভাবে দায়ের হল?"

পড়ুয়াদের আত্মহত্যার প্রবণতা ঠেকাতেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ বাড়ছে প্রতিযোগিতা। বাড়ছে মানসিক চাপ। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পড়ুয়াদের আত্মহত্যার প্রবণতাও। বিশেষত বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর পড়ুয়ারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। যা নিয়ে এবার জনস্বার্থে মামলা দায়ের হল কলকাতা হাই কোর্টে। এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে। মামলাকারীর দাবি, আত্মহত্যার প্রবণতা ঠেকাতে ২০১৭ সালে একটি আইন তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। 'মেন্টাল হেলথ কেয়ার' নামক সেই আইনের ১০০ নম্বর ধারায় আত্মহত্যার প্রবণতা রুখতে একাধিক পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে, এই প্রবণতা রুখতে সংশ্লিষ্ট আইনে প্রতিটি জেলাকে ৮৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, সাত বছর কেটে যাওয়ার পরও এরাজ্যে কেন্দ্রের এই আইন প্রণয়ন হয়নি। তাই এই আইন প্রণয়নের দাবি এবং আত্মহত্যার প্রবণতা ঠেকাতে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ জানতে চেয়ে হাই কোর্টে এই মামলা হয়েছে বলে জানান মামলাকারী। গত বছর সংসদে পেশ করা একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তত ৯৮ জন পড়ুয়া আত্মঘাতী হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, আইআইটি, এনআইটি বা আইআইএম-সহ নানা ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা। এছাড়াও এই সময়ের মধ্যে এইমসের বিভিন্ন শাখায় কমপক্ষে আরও ১৩ জন ছাত্রছাত্রী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, সময়ের সঙ্গে বেড়ে চলা প্রতিযোগিতায় নিজেদের উপযুক্ত করে তুলতেই পড়ুয়াদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বাড়ছে। বিশেষত বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর পড়ুয়ারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। বিগত কয়েক বছরে রাজস্থানের কোটা ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মহত্যার রাজধানী হয়ে উঠেছে।

অধীর কি দলেই ব্রাত্য হয়ে পড়ছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ চার দফার ভোট শেষ। রাজ্যে বামেদের সঙ্গে আসন সমঝোতার সূত্র অনুযায়ী কংগ্রেসের যে আসনগুলিতে লড়ার কথা, তার অধিকাংশতেই ভোট সারা। রায়গঞ্জ, দুই মালদহ, মুর্শিদাবাদের দুই কেন্দ্র, বীরভূমে ভোট মিটে গিয়েছে। অথচ রাজ্যে এ পর্যন্ত কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা সেভাবে প্রচারেই এলেন না। প্রদেশ কংগ্রেস যে আসনগুলিকে সম্ভাবনাময় বলে মনে করছিল, সেই রায়গঞ্জ, মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ, জঙ্গিপুর এবং বহরমপুরেও ভোট মিটে গেল, তবু দেখা মিলল না রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীদের। বিজেপির তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, রাজ্য চষে বেড়াচ্ছেন। বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জনসভা করে যাচ্ছেন। তৃণমূলের তরফেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতারা রীতিমতো রাজ্যজুড়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তৃণমূলের অন্য নেতারাও বিভিন্ন প্রান্তে সভা করেছেন। সে তুলনায় কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা রাজ্য নিয়ে কার্যত উদাসীন। মালদহ দক্ষিণে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের একটি সভা ছাড়া আর সেভাবে কেন্দ্রীয় নেতাদের রাজ্যে দেখা মেলেনি। প্রশ্ন হল, কেন ভোটপ্রচারে রাজ্যকে ব্রাত্য রাখলেন রাহুল গান্ধীরা? এর আগে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনেও বাংলায় দুটি সভা করেন রাহুল। এবার কেন একবারও এলেন না? রাজনৈতিক মহলের একাংশের ব্যাখ্যা, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর সঙ্গে মতানৈক্যের জেরেই প্রচারে রাজ্যকে কার্যত বয়কট করেছে গান্ধী পরিবার। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব শুরু থেকেই বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে জোটের পক্ষে ছিল। অধীর চৌধুরীরাই সেই জোটের প্রবল বিরোধিতা করেন। মূলত অধীরের সিপিএম প্রীতিতেই বাংলায় ভেস্তে যায় ইন্ডিয়া জোট।

ক্রীড়া-সংবাদ

এবি ও কেপিকে ধুয়ে দিলেন গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ ট্রলের শিকার হচ্ছেন, সাবেক ক্রিকেটারদের সমালোচনার শিকার হচ্ছেন, ব্যাটে-বলে সেরাটা নেই, দলও টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে—হার্দিক পান্ডিয়ার সময়টা এমনই যাচ্ছে। এসবই শুরু হয় রোহিত শর্মাকে সরিয়ে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের অধিনায়ক হিসেবে পান্ডিয়ার নাম ঘোষণার পর। এ সময় খুব বেশি মানুষকে পাশে পাননি পান্ডিয়া। তবে কলকাতার মেন্টর গৌতম গম্ভীর পান্ডিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন। গম্ভীর পান্ডিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন পান্ডিয়ার সমালোচনা করা এবি ডি ভিলিয়ার্স ও কেভিন পিটারসেনকে পাল্টা আক্রমণ করে। এবারের আইপিএলে ১৩ ম্যাচ খেলে মুম্বাইয়ের জয় মাত্র ৪টিতে। প্রথম দল হিসেবে এবারের আইপিএল থেকে ছিটকে গেছে তাঁর দল। তবে এবার ব্যর্থ হলেও পান্ডিয়া ২০২২ সালে নবাগত দল গুজরাট টাইটানসে শিরোপা জেতান। ২০২৩ সালে তোলেন ফাইনালে। অধিনায়ক হিসেবে এই অর্জন কম নয়। গম্ভীর সেই প্রসঙ্গ তুলে স্পোর্টসক্রীড়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পান্ডিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সঙ্গে আইপিএলে কোনো ট্রফি না জেতা ডি ভিলিয়ার্সের অর্জন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, 'যখন তারা অধিনায়ক ছিল, তাদের পারফরম্যান্স কী ছিল? আমার মনে হয় না কেভিন পিটারসেন ও এবি ডি ভিলিয়ার্স অধিনায়ক হিসেবে ক্যারিয়ারে কোনো কিছু করতে পেরেছে। যদি রেকর্ড দেখেন, মনে হয় তারা সবার চেয়ে খারাপ। আমার মনে হয় না এবি ডি ভিলিয়ার্স নিজের কিছু রান করা ছাড়া আইপিএলে কিছু অর্জন করেছে। দলের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে সে কিছুই অর্জন করেনি।' তিনি যোগ করে বলেন, 'হার্দিক পান্ডিয়া এখনো আইপিএলজয়ী অধিনায়ক। আপনার শুধু কমলার সঙ্গে কমলার তুলনাই করা উচিত। আপেলের সঙ্গে কমলার নয়।' এই ভিডিও এক্সে শেয়ার করে পিটারসেন লিখেছেন, 'সে ভুল বলেনি। আমি খুবই বাজে অধিনায়ক ছিলাম।' পিটারসেন অবশ্য বেশি দিন নেতৃত্ব দেননি। ৩টি টেস্টে ও ১২টি ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। সেই তুলনায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিয়েছেন ডি ভিলিয়ার্স। তাঁর অধীনে প্রোটিয়ারা খেলেছে ১০৩ ম্যাচ। টি-টোয়েন্টি ১৮ ম্যাচ ও ৩টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবি। ডি ভিলিয়ার্স নিজের ইউটিউব চ্যানেলে পান্ডিয়াকে 'সহজাত অধিনায়ক নয়' বলেছিলেন। পরে এ কথার ব্যাখ্যাও দেন ডি ভিলিয়ার্স। কথার অপব্যাখ্যা হচ্ছে দাবি করে আরেকটি ভিডিওতে তিনি বলেন, 'কেন আমি বলেছি সব সময় (পান্ডিয়ার অধিনায়কত্ব) আসল নয়, কারণ আমি নিজেও এভাবে খেলেছি। আমি কখনোই মৃদুভাষী ছিলাম না, যখন বাড়িতে থাকতাম, তখনই আসল ভিলিয়ার্সকে পাওয়া যেত। মাঠে যেটা দেখা যেত, সেটা অভিনয়'।

ভারতের ভেন্যু আগে থেকেই নির্ধারিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ বাইরে খেলতে গেলেও ভারতের ম্যাচের সূচি অনেক সময়ই নির্ধারণ করা হয় তাদের দেশের টেলিভিশন দর্শকের কথা ভেবে। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও প্রভাব রাখছে সেটি। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল পর্যন্ত গেলে ভারত ম্যাচটি খেলবে গায়ানায়, যেটি হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। বিশ্বকাপে আইসিসির প্লেয়িং কন্ডিশন দেখে এমন জানিয়েছে ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো। তারা বলছে, সময়ের কারণেই গায়ানার সেমিফাইনালটি ভারতের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ত্রিনিদাদে প্রথম সেমিফাইনালটি শুরু হবে স্থানীয় সময় রাত আটটায়। ভারত সময় অনুযায়ী যেটি ভোর ৬টায়। তবে গায়ানার সেমিফাইনালটি হবে দিনে, স্থানীয় সময় সকাল ১০-৩০ মিনিটে। ভারত সময় অনুযায়ী যেটি শুরু হবে রাত ৮টায়, টেলিভিশনের হিসেবে যা 'আদর্শ'। বার্বাডোজের ব্রিজটাউনে হতে যাওয়া ফাইনালটিও দিনে, স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় (ভারত সময় সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট) শুরু হবে যেটি। প্লেয়িং কন্ডিশন অনুযায়ী দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কোনো রিজার্ভ ডে রাখা হয়নি। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ও ফাইনালের মধ্যে মাত্র এক দিন বিরতি থাকায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে প্রথম সেমিফাইনাল ও ফাইনালের জন্য বাড়তি ১৯০ মিনিট রাখা হলেও দ্বিতীয় সেমিফাইনালটির জন্য রাখা হয়েছে বাড়তি ২৫০ মিনিট। এমনিতে টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ফল আনতে গেলে পরে ব্যাটিং করা দলকে কমপক্ষে ৫ ওভার ব্যাটিং করতে হয়। কিন্তু বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনালের জন্য সেটি থাকছে ১০ ওভার। ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও এ নিয়মই ছিল। আগামী ২ জুন স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পক্ষে ব্যাট কুম্বলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ দল নির্বাচনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়ার কথা কিছুদিন আগে জানিয়েছিলেন ইংল্যান্ড নারী ক্রিকেট দলের কোচ জন লুইস। এবার ভারতের সাবেক কোচ, অধিনায়ক ও কিংবদন্তি স্পিনার অনিল কুম্বলেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পক্ষে কথা বললেন। তাঁর মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্রিকেট কোচিং, বিশ্লেষণ ও কৌশলগত ব্যাপারগুলোকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে পারে। ভারতের হয়ে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি কুম্বলের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি আছে। অবসর নেওয়ার পর 'স্পেকটাকম' নামে প্রযুক্তিভিত্তিক খেলাধুলা সরঞ্জামের একটি প্রতিষ্ঠান দেন তিনি। এ প্রতিষ্ঠানের স্মার্ট ব্যাট স্টিকার বেশ জনপ্রিয়। এ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য খেলাধুলাভিত্তিক পণ্যের মাধ্যমে পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করাও সহজ। ক্রিকেটে প্রযুক্তির প্রভাবকে অনস্বীকার্য বলেই মানেন কুম্বলে। এই কিংবদন্তি লেগ স্পিনার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি নিয়ে বলেছেন, 'ক্রিকেট পরিসংখ্যানগত খেলা, তাই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের) অনেক সুযোগই আছে।' কুম্বলে এরপর বলেছেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোচিং, প্রতিভা অন্বেষণ, দল নির্বাচন, নিলাম এমনকি নির্দিষ্ট কোনো ব্যাটসম্যানকে একজন বোলার কীভাবে বল করবে—এ ব্যাপারেও ব্যবহার করা যায়।' ১৩২ টেস্টে ৬১৯ উইকেট নেওয়া এই স্পিনার যুক্তি দেন, 'ক্রিকেটে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। একবার তথ্য সংরক্ষণ করা শুরু করলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেগুলো অনেকগুলো সম্ভাবনা থেকে কয়েকটিতে নামিয়ে আনতে পারবে। ক্রিকেটে এটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ—অনেক বেশি সম্ভাবনা।' কুম্বলে মনে করেন, ক্রিকেটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির অনেক সম্ভাবনাই এখনো আবিষ্কার করা বাকি, 'লোকে এটাকে শুধু বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করছে। কিন্তু আমার মতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এখনো অনেক কিছুই সুপ্ত। এখনো অনেক সম্ভাবনাই সামনে আসেনি। আমরা স্পেকটাকম এটা নিয়েই কাজ করছি।' তাঁর যুক্তি, 'ইতিমধ্যেই ব্যাপারগুলো ঘটছে। মিনিট থেকে মিলিমিটার পর্যন্ত ভাঙা হচ্ছে'।

টটেনহামকে হারিয়ে লিগ শিরোপার খুব কাছে সিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ খেলেছে ম্যানচেস্টার সিটি ও টটেনহাম। আর এ দু'দলের ম্যাচের দিকে প্রবল আগ্রহে তাকিয়েছিল আর্সেনাল। সিটি পয়েন্ট হারালেই যে দরজা খুলে যায় মিকেল আরতেতার দলের। কিন্তু পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটিকে আটকাবে কে? এপ্রিল থেকে টানা জয়ের মধ্যে থাকা সিটি টটেনহামকে হারিয়েছে ২-০ গোলে। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে দুটি গোলই করেছেন আর্লিং হলান্ড। এ জয়ে আর্সেনালকে টপকে প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠেছে সিটি। ১৯ মে ওয়েস্ট হামকে হারালেই টানা চতুর্থ লিগ শিরোপা জিতবে গার্দিওলার দল। আর্সেনালের সুযোগ থাকবে শুধু সিটি পয়েন্ট খোয়ালে। ৩১তম রাউন্ড থেকে একটি পয়েন্টও না হারানো সিটি টটেনহাম ম্যাচ নিয়ে বাড়তি চাপেই ছিল। ২০১৯ সালে টটেনহামের নতুন স্টেডিয়ামে খেলা শুরুর পর এখানে লিগের ম্যাচ জিততে পারেনি সিটি। এমনকি একটি গোলও ছিল না হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়নদের। আজ গোলের সেই গোলখরা কাটে ম্যাচের ৫২তম মিনিটে। কেভিন ডি ব্রুইনার গোলমুখে বাড়ানো বল শুধু জায়গামতো পৌঁছে পায়ের টোকায় জালে জড়ান হলান্ড। এই গোলটিই অবশ্য শোধ দেওয়ার সহজ সুযোগ পেয়েছে টটেনহাম। ম্যাচের ৮৬তম মিনিটে সিটির বদলি গোলকিপার স্টেফান ওরটেগাকে একা পেয়ে যান হিউন-মিন সন। কিন্তু টটেনহামের কোরিয়ান তারকা তাড়াহুড়া করে শট নেন সোজাসুজি, এগিয়ে আসা ওরটেগা এক পা বিছিয়ে দিয়ে গোল প্রতিহত করে ফেলেন। ওরটেগার এই সেভ অনেককে মনে করিয়ে দিতে পারে ২০২২ বিশ্বকাপের ফাইনালে ফ্রান্সের কোলো-মুয়ানির শটে আর্জেন্টাইন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজের সেভকে। ম্যাচের ওই সময়ে টাচলাইনে থাকা সিটি কোচ গার্দিওলা মাথায় হাত দিয়ে হা-হুতাশ করতে করতে এক পর্যায়ে উল্টো হয়ে মাটিতেই পড়ে যান। গার্দিওলার অমন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার কারণ, টটেনহাম ম্যাচ ড্র করলেই শিরোপা হাতছাড়া হয়ে যেত সিটির। তবে সনের মিসের পর যোগ করা সময়ে সিটি উল্টো দ্বিতীয় গোলও পেয়ে যায়।

অ্যান্ডারসনকে বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ ২১ বছরের বেশি সময়, ১৮৭ টেস্ট। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী জুলাইয়ে ১৮৮তম টেস্টটিই হতে যাচ্ছে জেমস অ্যান্ডারসনের ক্যারিয়ারের শেষ। লর্ডসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওই টেস্ট খেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরে যাবেন ইতিহাসের সফলতম পেসার। আগামী জুলাইয়ে ৪২ পূর্ণ করবেন অ্যান্ডারসন। এমন একজনের অবসর খুব স্বাভাবিক হওয়ারই কথা। তবে তিনি অ্যান্ডারসন বলেই অবসরের ঘোষণাটা নাড়িয়ে দিয়েছে ক্রিকেট-বিশ্বকে। তাঁর অবসরের ব্যাপারটি কীভাবে এগিয়েছে, এবার তা খোলাসা করেছেন ইসিবির পুরুষ ক্রিকেটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কি। তিনি, কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম এবং অধিনায়ক বেন স্টোকস মিলে ম্যানচেস্টারের একটি হোটেলে প্রায় দেড় ঘণ্টার আলোচনায় অ্যান্ডারসনকে বার্তাটি দিয়েছিলেন—'সময় শেষ, এবার সামনে এগোনোর পালা।' গত শুক্রবার প্রথম দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে অ্যান্ডারসনের অবসরের সংবাদটি আসে। সামনের গ্রীষ্মেই এ পেসারের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের শেষ হতে যাচ্ছে বলেও ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়। এরপর শনিবার এক বিবৃতিতে অ্যান্ডারসন জানান, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে লর্ডস টেস্ট দিয়েই বিদায় বলবেন তিনি। এমনিতে পর্যালোচনার জন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ হয়ে থাকে কির। তবে এমন আলোচনা সামনাসামনি করা দরকার বলে মনে করেছিলেন তাঁরা। বিবিসির টেস্ট ম্যাচ স্পেশাল পডকাস্টে কি বলেছেন, 'সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর আমাদের মনে হয়েছে, ঠিক আছে, আমাদের এখন জিমির সঙ্গে দেখা করে ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ করতে হবে। ব্রেন্ডন এরপর মনে করেছে, তার (নিউজিল্যান্ড থেকে) ইংল্যান্ডে উড়ে আসাটাই হবে ঠিক কাজ।' 'আমরা তিনজন তার সঙ্গে দেখা করি—আমি, লন্ডন থেকে ট্রেন ধরা ব্রেন্ডন এবং পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে ছুটি কাটাতে যাবে বলে আগে থেকেই ম্যানচেস্টারে থাকা স্টোকসি। আমরা জিমির সঙ্গে স্টেশনের পাশে একটা হোটেলে দেখা করি এবং আমাদের আলাপ চলে প্রায় দেড় ঘণ্টা। যেটিতে নেতৃত্ব দেয় বাজ (ম্যাককালাম)। আমার মনে হয় না, জিমি এটি আশা করছিল। কিন্তু আমার এটাও মনে হয় না, একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল।' শেষ একটি ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত অ্যান্ডারসন নিজেই নেন বলেও জানান কি, 'সে জানত, সময়টা আসছে। আমরা বিভিন্ন ব্যাপারে আলোচনা করেছি, খেলা ছাড়ার পর জিমির ভবিষ্যৎ...এমন কিছু বলিনি যে তাকে তখনোই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এরপর খুব বেশিক্ষণ হয়নি, সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে লর্ডসই তার শেষ ম্যাচ হতে যাচ্ছে।' অ্যান্ডারসনের সঙ্গে আলোচনার ধরনটাও বলেছেন কি, 'আমরা শুধু বলেছি, দেখো, এখন আমাদের সামনে এগোনোর সময়। আমরা এমন একটা পর্যায়ে যাচ্ছিলাম, যখন ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হতো। অন্যদের এখন নতুন বলে কীভাবে বোলিং করতে হয়, টেস্টের একটা দিন পার করতে কী করতে হয়, পরের দিন কী করতে হয়—সেসব শেখার সুযোগ দরকার। এখনোই বাকিদের এটা শেখা শুরু করে দেওয়ার সময়।'

বক্স অফিস

তারকাখচিত 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ বাংলা ছবির দর্শককে একের পর এক এক হিট ছবি উপহার দিয়ে থাকেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। তাঁর পরিচালনায় শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি অতি উত্তম। মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে একগুচ্ছ ছবি। সেই তালিকায় টেক্কা, পদাতিক আর সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই। কিছু মাস আগেই তিনি টেক্কা ছবির ফার্স্ট শিডিউলের কাজ শেষ করেছেন। এরপর শুটিং করেছেন ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর সিরিজের। এবার শুটিং শুরু হচ্ছে সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই। এই ছবির স্টার কাস্ট নিয়ে দর্শকের মনে একটা উত্তেজনা ছিল অনেকদিন ধরেই। কাস্টিং নিয়ে ছিল বিস্তর জল্পনা। অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে পরিচালক নিজেই সত্যিটা সামনে আনলেন। প্রকাশ্যে আনলেন সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই ছবির তারকাখচিত কাস্টিং। সৃজিত মুখোপাধ্যায় নিজেই তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর প্রকাশ্যে এনেছেন। যে ছবিটি সৃজিত শেয়ার করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে নীল টিশার্ট এবং ট্র্যাক প্যান্ট পরে মাটিতে বসে আছেন। আর তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ছবির সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলীরা। অর্জুন চক্রবর্তী, কৌশিক সেন, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়, ঋত্বিক চক্রবর্তী এবং অনন্যা চট্টোপাধ্যায়। পরের সারিতে আবার রয়েছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী, সৌরসেনী মৈত্র, কাঞ্চন মল্লিক, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুহৃত্র মুখোপাধ্যায়। আপকামিং ছবির কলাকুশলীদের নিয়ে ছবি পোস্ট করে সৃজিত লেখেন, 'আসলে সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই।' উল্লেখ্য, বাইশে শ্রাবণ ছবির এই শ্রাবণ গানের জনপ্রিয় লাইনের নামেই ছবির নামকরণ করেছেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। ছবির স্টার কাস্ট প্রকাশ্যে আসতেই একটা বিষয়ে প্রশ্ন জেগেছে অনেকের মনে। সত্যম ভট্টাচার্যের জায়গায় আদৃত রায়ের থাকার যে জল্পনা রয়েছে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। অনির্বাণ ভট্টাচার্যের জায়গায় পরমব্রত আসছেন সেটা এবার সঠিক প্রমাণিত হল।

ক্ষমা চাইতে হবে সলমনকে, তাহলেই মুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে গুলিবৃষ্টির ঘটনার পর থেকে একের পর এক গ্রেপ্তারির ঘটনা ঘটছে। এদিকে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের পক্ষ থেকে নাকি সলমন খানকে নয়া নিদান দেওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, অল ইন্ডিয়া বিষ্ণোই সোসাইটির প্রেসিডেন্ট দেবেন্দ্র বুদিয়া জানিয়েছেন সলমন যদি ক্ষমা চান তাহলে তাঁরা সে বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে পারেন। 'হাম সাথ সাথ হ্যায়' সিনেমার শুটিংয়ের সময় কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার অভিযোগ উঠেছিল সলমনের বিরুদ্ধে। আর এই কৃষ্ণসার হরিণ বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের কাছে দেবতুল্য। তাই এই অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পর থেকেই বিষ্ণোই গ্যাংয়ের রোষানলে পড়েন সলমন। একাধিকবার তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই। পয়লা বৈশাখের নেপথ্যেও তাঁর ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সলমনের বাড়িতে

হামলার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ছজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে একজনের আবার হাজতেই মৃত্যু হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতেই দেবেন্দ্র বুদিয়া বলেন, "বিষ্ণোই সমাজের কাছে ওকে (সলমন খান) ক্ষমার আর্জি জানাতে হবে। মন্দিরে এসে ক্ষমা চাইতে হবে। ভবিষ্যতে আর কোনওদিন এই ধরনের কোনও ভুল করবে না বলে শপথও নিতে হবে, আর বন্যপ্রাণ রক্ষার কাছে ব্রতী হতে হবে।

বয়সে ভাঙা চোয়াল ও এক মুখ সাদা দাড়ি

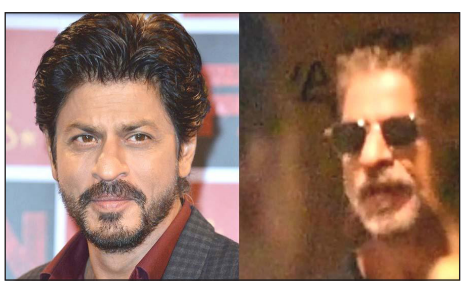

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ গত বছরে বলিউডকে চমকে দিয়েছিল শাহরুখের কামব্যাক। একই বছরে তিন তিনটে ব্লকবাস্টার। 'পাঠান','জওয়ান', 'ডাঙ্কি'। আর জওয়ান তো বলিউডের সবর্কালের রেকর্ড ভেঙেছে বক্স অফিসের ব্যবসায়। তারপর থেকেই কিং খান নিজেকে তৈরি করছেন, পরের চমকের জন্য। আর সেই চমকই এবার ফাঁস হয়ে গেল। পরিচালক সুজয় ঘোষের 'কিং' ছবির শুটিং ফ্লোর থেকে ফাঁস হল শাহরুখের লুক। শাহরুখের কাঁধে এখন প্রচুর চাপ। একদিকে আরিয়ানের কেরিয়ার সামলাতে পোশাকের কোম্পানি খুলে দিয়েছেন, তাঁর পরিচালিত প্রথম সিরিজে টাকাও ঢালছেন শাহরুখ। এবার পালা মেয়ের। বলিউড সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, বলিপাড়ায় মেয়ে সুহানার মাটি শক্ত করার জন্য নাকি ২০০ কোটি টাকা খরচ করে ছবি প্রযোজনা করতে চলেছেন বলিউড বাদশা। পরিচালক জোয়া আখতারের হাত ধরে ইতিমধ্যেই নেটফ্লিক্সে 'দ্য আর্চিস' ছবি দিয়ে হাতে খড়ি হয়েছে সুহানার। তবে তাঁর অভিনয় খুব একটা দাগ কাটতে পারেনি। উলটে সুহানাকে ঘিরে নানা ট্রোল নজরে এসেছিল। তবে ওসবকে পাত্তা দেননি সুহানা বা শাহরুখ। শাহরুখকন্যার এখন মন নতুন ছবিতে। প্রথমে জল্পনা ছিল সিদ্ধার্থ আনন্দের পরিচালনায় বড়পর্দায় জুটি বাঁধছে বাবা-মেয়ে। তার দিন কয়েক যেতেই শোনা গেল, সুজয় ঘোষের পরিচালনাতেই স্ক্রিন শেয়ার করবেন শাহরুখ ও সুহানা)। তবে শাহরুখের সঙ্গে যৌথভাবে ছবিটি প্রযোজনা করবেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। প্রথমবার শাহরুখ-সুহানা একসঙ্গে। সেই ছবি নিয়ে যে অনুরাগীদের কৌতূহল তুঙ্গে থাকবে তা বলাই বাহুল্য। কোন ভূমিকায় দেখা যাবে শাহরুখকে? ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, সুজয় ঘোষের এই স্পাই থ্রিলারে সুহানার চরিত্রকে আরও বলিষ্ঠ করার উদ্দেশে শাহরুখের জন্য বিশেষভাবে একটি চরিত্র ডিজাইন করা হয়েছে। গোয়েন্দার ভূমিকায় যেখানে বাদশাকন্যা থাকছেন, সেখানে কিং খানকে 'হ্যান্ডলার'-এর চরিত্রে দেখা যেতে পারে।

নগ্ন দৃশ্যে খারাপ অডিশন সারার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মেঃ ২০২৩ সালের ১ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত এবং রণবীর কাপুর অভিনীত ছবি 'অ্যানিম্যাল'। ছবিতে রণবীর কাপুর তো বটেই, তাক লাগানো পারফরম্যান্স করেছিলেন নির্বাক ভিলেন (১৫ মিনিটের রোলে একটিও সংলাপ ছিল না) ববি দেওল এবং অভিনেত্রী 'ভাবি টু' তৃপ্তি দিমরি। রণবীর কাপুরের সঙ্গে সম্পূর্ণ নগ্ন একটি দৃশ্য ছিল তৃপ্তির। পোশাক ছাড়াই তাঁর উন্মুক্ত পেটের উপর শুয়ে ছিলেন রণবীর। ছবিতে রণবীরের সম্পূর্ণ নগ্ন দৃশ্যও দেখানো হয়েছিল। কিন্তু জানেন কি, 'অ্যানিম্যাল' ছবির 'ভাবি টু' হওয়ার কথাই ছিল না তৃপ্তির। নির্মাতাদের প্রথম পছন্দ ছিলেন সারা আলি খান। তা হলে সেই সুযোগ ফসকালো কেন? 'অ্যানিম্যাল' ছবির পোশাকহীন সাহসী দৃশ্যের জন্য নাকি অডিশন দিতে হয়েছিল সাইফ আলি খানের কন্যা সারা আলি খানকেও। শোনা যায়, রণবীর কাপুরের সঙ্গে তাঁর নগ্নদৃশ্যের অডিশনের পরই তিনি বাদ পড়েন সারা। তাঁর অভিনয় নাকি মন স্পর্শ করতে পারেনি পরিচালকের। বাইরে থেকে আসা 'আউটসাইডার' তৃপ্তি নাকি অনায়াসেই মন ছুঁয়ে নিয়েছিলেন সকলের। বিশেষ করে পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার। 'অ্যানিম্যাল' ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর রাতারাতি ন্যাশনাল ক্রাশ হয়ে গিয়েছিলেন তৃপ্তি।

তার আগে 'কালা' এবং 'বুলবুল'-এর মতো ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। তেমন কোনও সাহসী দৃশ্যে অভিনয় করেননি 'অ্যানিম্যাল'-এর আগে। ছবিতে তাঁর কয়েক মুহূর্তের মন ছুঁয়ে যাওয়া পারফরমেন্স এতটাই জনপ্রিয় হল যে, এখন পরপর ছবির কাজের অফার আসছে তাঁর কাছে। কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে ঘুরে গিয়েছেন তৃপ্তি। 'ভুল ভুলাইয়া থ্রি' ছবিতে বিদ্যা বালান এবং কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে দেখা যাবে তাঁকেও। অন্যদিকে যদি সারা আলি খান 'অ্যানিম্যাল'-এ সুযোগ পেতেন, তাঁরও ক্যারিয়ার হয়তো ঘুরে যেতে পারত। তবে অনেকেই মনে করেন, তাতে বিতর্কও হয়তো তৈরি হতে পারত। এর কারণ, সারাকে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যটিতে অভিনয় করতে হত সৎ মা কারিনা কাপুর খানের তুতো ভাই রণবীর কাপুরের সঙ্গে। অবশ্য তাতে কোনও সমস্যা হত না সারার।